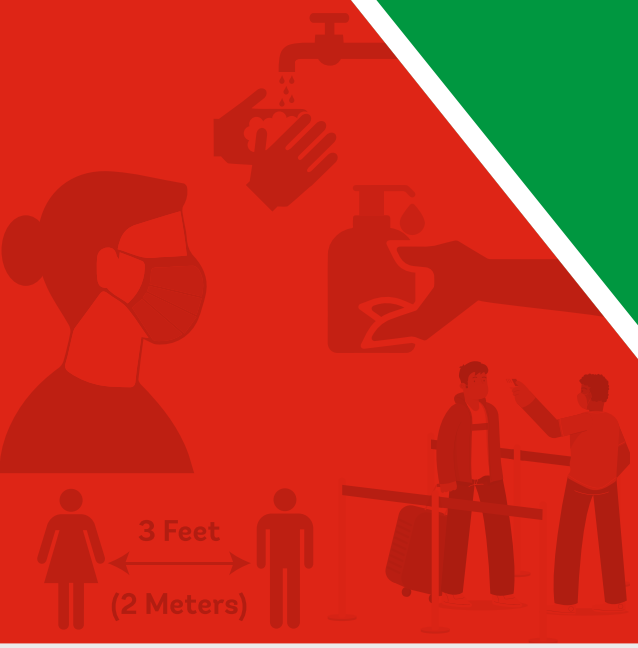

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯

প্রতিরোধ ও প্রতিকারে

পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষ

MUJIB 100

এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়.....
এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে ।

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯

প্রতিরোধ ও প্রতিকারে
পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯
প্রতিরোধ ও প্রতিকারে
পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা

প্রকাশনা:
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮ ০২৮৩৯১৩৪৮
ই-মেইল : ig@dife.gov.bd
ওয়েবসাইট :www.dife.gov.bd

সহযোগিতায়:
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

প্রকাশকাল:
আগস্ট, ২০২০

ডিজাইন ও প্রিন্ট:
প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রা: লি:

নির্দেশিকার তথ্যসূত্র:

a. Prevention and Mitigation of COVID-19 at Work Action Checklist (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741813.pdf)

b. The six-step COVID-19 business continuity plan (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740375.pdf)

c. An employer's guide on managing your workplace during COVID-19 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740212.pdf)

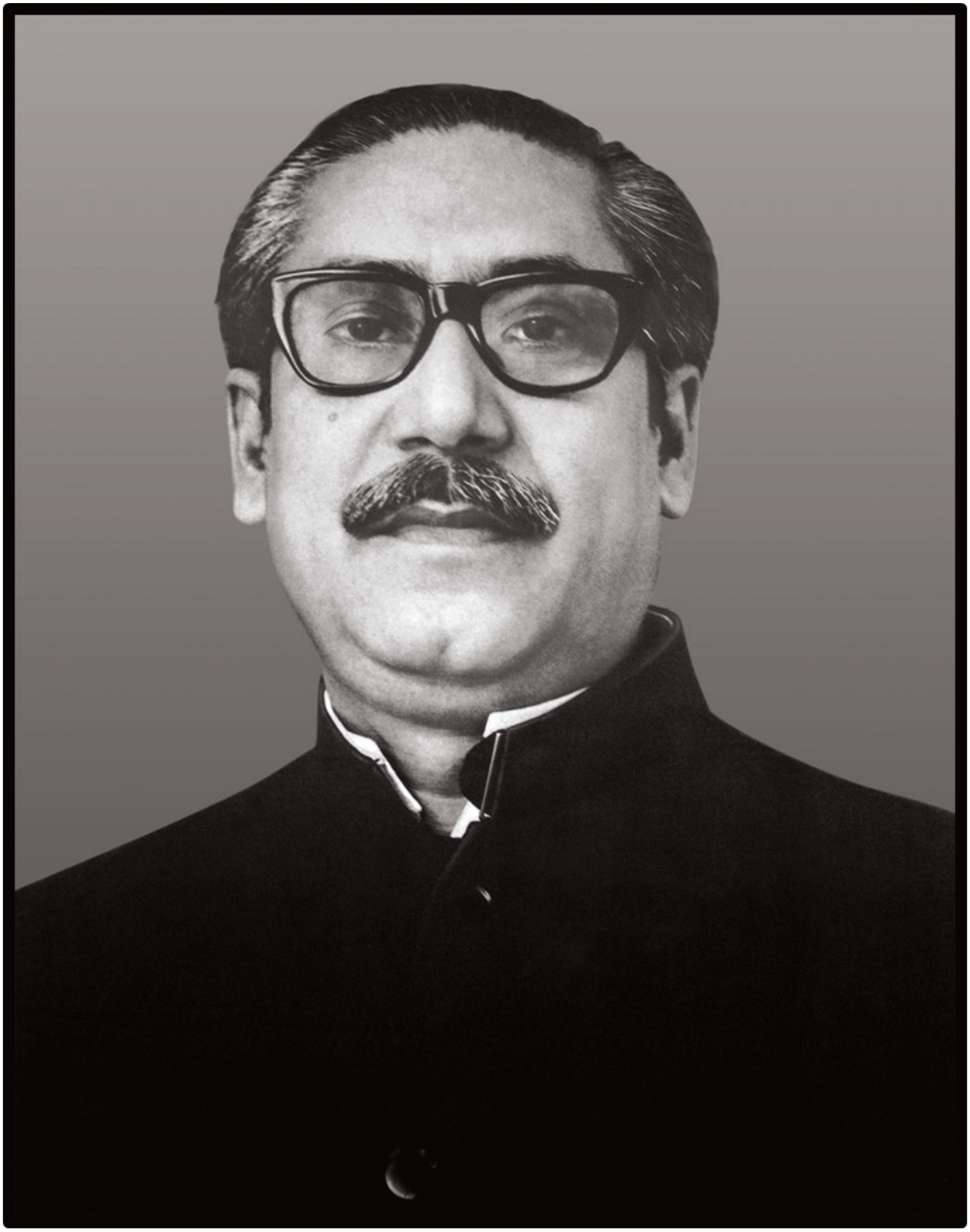

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ শ্রাবণ ১৪২৭
০৯ আগস্ট ২০২০

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে দেশের শ্রমজীবী মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। শ্রমিক ভাই-বোনদের পরিশ্রম ও ত্যাগ বিবেচনায় নিয়ে তাঁদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এই নির্দেশিকা কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। আওয়ামী লীগ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য অর্জনে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার বিকল্প নেই।

শ্রমিকদের জন্য শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছি। এছাড়া আমাদের সরকার 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণসহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে সারাবিশ্বকে আজ একযোগে কাজ করতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আর অন্যদিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। সারাবিশ্বে কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারির কারণে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে শোভন ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ সৃজনের জন্য আমি আহ্বান জানাই।

আমি 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে এই নির্দেশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের শ্রম খাত ও শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত করার মাধ্যমে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা এখন সময়ের দাবী।

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃজনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)।

ডাইফ কর্তৃক প্রণীত পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকায় কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার কৌশল এবং করোনায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকগণের আরো দক্ষতার সাথে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে এই নির্দেশিকা কার্যকরী হবে বলে আমি মনে করি। সর্বোপরি এই নির্দেশিকা কর্মক্ষেত্রে কারখানাসমূহের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা ও বিধি প্রণয়নে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই ।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

সভাপতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর নির্দেশনাকে বিবেচনায় নিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) কর্তৃক 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। ডাইফ-এর এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই গাইডলাইন কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ভাই-বোনদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে গুরত্ব দিয়ে নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও সাম্প্রতিক কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে দেশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইতোমধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর টেলিমেডিসিন সেবা, হেল্প লাইন, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রচারণা, বিশেষ পরিদর্শন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে শ্রমসংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি শ্রমখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং করোনা মোকাবেলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই নির্দেশিকা অনুসরণে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে দেশের অর্থনীতিতে এর কল্যাণমূলক প্রভাব পড়বে। শ্রমিক, মালিকপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সকল স্টেকহোল্ডার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং সেইফটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারির কারণে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং সুরক্ষার বিষয়টি বর্তমানে সর্বত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে শোভন কর্মপরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক। 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং এটি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

"কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নিঃসন্দেহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার স্বল্পোন্নত একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বৈশ্বিক এ সংকট মোকাবেলায় সার্বিকভাবে বাংলাদেশ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। করোনাকালে স্বাস্থ্য ও মহামারী ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাপক চাপ থাকা সত্ত্বেও যথাযথ অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ও প্রণোদনার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পোশাকশিল্পের স্থিতাবস্থা ধরে রাখা এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার এ অর্থনৈতিক চাপ সামাল দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতায় করোনাকালীন সময়ে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থবিধি অনুসরণ করে কারখানা পরিচালনা করেছি। যার ফলশ্রুতিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি পোশাক শিল্প খাতটি আবার রপ্তানী প্রক্রিয়ায় ঘুরে দাড়াতে পেরেছে। বৈশ্বিক এ মহামারীর মাঝেও আমরা স্বাস্থ্যবিধি পালন করে, শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে কারখানাতে শ্রমিকের পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এর প্রয়োজনীয়তা ও সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত এর মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অষ্টম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আমরা সর্বদাই বদ্ধপরিকর। বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিতে এই লক্ষ্যের প্রতি বিকেএমইএ আরও গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মালিক এবং শ্রমিক উভয়কেই সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

পরিশেষে, আমরা আশা করছি, কর্মক্ষেত্রে ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকাটি শ্রম পরিদর্শক ও কারখানা কর্তৃপক্ষ উভয়কেই অভিন্ন একটি নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে কাজ করতে পরিপূর্ণ সহায়তা করবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর গৃহীত উল্লিখিত এ প্রকাশনার উদ্যোগটি বাংলাদেশের সকল শিল্পখাতের নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং একইসাথে আমরা এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নির্দেশিকা প্রকাশের ফলে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা আরও সময়োপযোগী হবে এবং কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ব্যবস্থাপনা আরও সহজতর হবে বলে আমি মনে করি।

সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও কোভিড-১৯ নামক নজিরবিহীন মহামারিতে আক্রান্ত। এই ভাইরাসের কারণে মানুষের জীবন-ব্যবস্থায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য করোনা সংক্রমণ শুরুতেই **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার ২৯ দফায় "শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন" মর্মে উল্লেখ করেছেন।** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়টি পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলেছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষানীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রমঘন বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথেষ্ট তৎপর। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্যেকটি দপ্তর হতে নেওয়া হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম। বিশেষ করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর হতে চালু করা হয়েছে টেলিমেডিসিন সেবা, সার্বক্ষণিক হেল্প লাইন (১৬৩৫৭) সেবা, বিশেষ পরিদর্শন, শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মাঝে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কার্যক্রম পরিচালনাসহ আরও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে এই অধিদপ্তর। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ২০২০ এর জুন পর্যন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৫২০৬ টি শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩৯২৯ টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও চামড়া শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতাধীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ চলছে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অঙ্গীকার ও বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২১ এবং রূপকল্প-৪১ বাস্তবায়ন করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তথ্যবহুল এই সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী দেশ কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কে এম আব্দুস সালাম

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সৃষ্ট মহামারি সারাবিশ্বের যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন ও পণ্য সরবরাহকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। আকস্মিক উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহসী ভূমিকা গ্রহণকারী সকল দপ্তর, সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধের মাধ্যমে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক এই গাইডলাইন কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সারা বিশ্বে উদীয়মান অর্থনীতির একটি জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারি মোকাবেলায় যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মাঠ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, চিকিৎসকবৃন্দ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থা বাস্তবমুখী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯ দফা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে কল-কারখানা চালু করায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আয়ের সংস্থান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে এবং মার্চ/২০২০ থেকে জুলাই/২০২০ পর্যন্ত মোট ১১.৩৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে এবং একক মাস হিসেবে জুলাই/২০২০ মাসে সর্বোচ্চ ৩.৯১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট বর্তমান এই দুর্যোগকালে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়াসে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সৃষ্ট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এই গাইডলাইন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। কোভিড-১৯ সৃষ্ট বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য এরকম একটি গাইডলাইন প্রস্তুতের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস-সৃষ্ট মহামারির প্রভাব পড়েছে। এই মহামারি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখা এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)সহ নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্যবিধি পালন করে বিশেষ করে শ্রমিকরা উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। কোভিড সময়কালীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর বিশেষ পরিদর্শন, শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা কারখানায় স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় দেশের শ্রমখাত উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। মালিক, শ্রমিক সরকারসহ সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রয়াসেই এটি সম্ভব হয়েছে।

অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি। তথ্যবহুল 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আলী নূর

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্র কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধের মাধ্যমে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে এই নির্দেশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এসডিজি-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য। কোভিড-১৯ এর ফলে পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কলকারখানায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'বিশেষ পরিদর্শন' এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার।

'কর্মক্ষেত্রের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'য় শ্রমিক, মালিক ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে এই নির্দেশিকা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক শ্রমঘন শিল্প কলকারখানায় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যায়।

'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লোকমান হোসেন মিয়া

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই নির্দেশিকায় শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রতিপালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এই গাইডলাইন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারিতে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও আক্রান্ত। এই মহামারি মোকাবিলা করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে বাংলাদেশের শ্রম ও শিল্প খাত এই সময়ে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক এদেশের মেহনতি শ্রমিক ভাই বোনেরা উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর 'বিশেষ পরিদর্শন' কারখানায় স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয়-এর অধীন সকল কলকারখানার শ্রমিক ভাই বোনেরা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থা তৎপর ভূমিকা পালন করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর এরূপ কার্যক্রম দেশের শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২১ এবং রূপকল্প-৪১ বাস্তবায়ন করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি। তথ্যবহুল এই সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কে এম আলী আজম

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ সারা বিশ্বে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশও এই সংক্রমণের বাইরে নয়; বাংলাদেশের শ্রমখাতকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় অধিকতর পরিবর্তন সূচনা করেছে। করোনা প্রতিরোধে কারখানায় নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর অধ্যায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম মোতাবেক 'বিশেষ পরিদর্শন' কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমইএ, বিইএফ, বিটিএ, এলএফএমএবিসহ শ্রমিক সংগঠনসমূহ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কারখানা মালিকপক্ষসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে শিল্প সেক্টরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার নিমিত্তে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে 'টেলিমেডিসিন সেবা' চালু করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে করোনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক ৩ লক্ষ লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অধিকন্তু আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে কন্ট্রোল রুম স্থাপন, করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন, সার্বক্ষণিক হেল্প লাইন (১৬৩৫৭) কার্যকর করাসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হওয়ার পর থেকে সারা পৃথিবীতে টেকসই শিল্পায়ন এবং শোভন কর্মপরিবেশ-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা" প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে ইতোমধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন বা LIMA' চালু করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মহাপরিদর্শক-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ মোতাবেক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯তম দফায় বলেছেন, 'শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।**' এই নির্দেশনাকে বিবেচনায় নিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরীভিত্তিতে 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে বাংলাদেশে একটি মাইলফলক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মালিক ও শ্রমিকপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আরও সহজতর হবে বলে আমি মনে করি। সেইসাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা ও অধিদপ্তর এ গাইডলাইন অনুসরণ করলে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এ নির্দেশিকাটি সকলের ব্যবহারে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। তাই এটি অনুসরণে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিশন ও ভিশন ২০২১, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এবং তার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে, পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যসহ এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিবনাথ রায়
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। করোনা মহামারি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ৩১ দফা নির্দেশমালা ঘোষণা করেছেন উহাই সংকট থেকে উত্তরণের এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের সকল সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করেছে। উন্নয়নকামী বর্তমান সরকার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা রেখেই শিল্প কারখানা চালু রেখে চলেছে। শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তরের 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা এ্যাপ' ও 'টেলিমেডিসিন' সেবা করোনাকালীন শ্রমিক সমাজের নিকট বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রম অধিদপ্তরের ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের এ সেবাসমূহ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এটি কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে করোনা প্রতিরোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এ গাইড লাইনে বর্ণিত নির্দেশমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা জরুরি। শ্রম প্রশাসন ও শ্রম পরিদর্শনের সহিত জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে মালিক ও শ্রমিকদের নিকট এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে। এ নির্দেশিকার বাস্তবায়নে মালিকদের মুখ্য ভূমিকা পালনসহ তাদের এক্ষেত্রে যথাযথভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে। শ্রমিক সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা ও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের এ প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তবেই এ প্রক্রিয়া থেকে আশানুরূপ ফললাভ করা যাবে।

শ্রমিক-মালিক-সরকার এ তিন পক্ষের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা শিল্প কারখানায় শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি এবং করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ গাইড লাইন প্রণয়নের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এর সাফল্য কামনা করছি।

এ. কে. এম. মিজানুর রহমান

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই মহতী কাজের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অধিদপ্তরের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়াও মালিক-শ্রমিক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা সংস্থার সদস্যগণ যারা এই করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী যখন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে, তখন দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিক ভাই-বোনদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতে এই নির্দেশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে যে স্বাস্থ্য সুনামি শুরু হয়েছিল, তা বিশ্বজুড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে শুধু মানুষের স্বাভাবিক জীবনকেই প্রভাবিত করেনি জীবিকার উপরও মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। এই মহামারীর মাত্রার উপর ভিত্তি করে দেশে এলাকাভিত্তিক কারখানা, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে লকডাউন করতে হয়েছে। যেহেতু কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো আবারও তাদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করেছে, সেহেতু নির্দিষ্ট কিছু দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন যেন এই ভাইরাসের পুনঃবিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে কারখানা/শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় সচল রাখার ক্ষেত্রে মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক- সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের সচেতনতা ও গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ভাইরাসের ঝুঁকি হ্রাস এবং সকলের স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে অবদান রাখতে পারে।

এই সঙ্কট সফলভাবে সমাধানে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের এই কাজকে সফলতা দিতে মালিকরা প্রথমে তাদের সকল শ্রমিক-কর্মচারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ও করবে এবং তারপরে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখবে যাতে করে আমাদের অর্থনীতির চাকা প্রয়োজনীয় গতিতে চলতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্ভাব্য সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রকাশের সাথে জড়িত সকল সদস্যবৃন্দকে আমি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কামরান টি. রহমান

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে **'কর্মক্ষেত্র কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'** প্রকাশনাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এই নির্দেশিকা প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। করোনা পরিস্থিতিতে এই নির্দেশিকাটি শ্রম পরিদর্শকগণকে দক্ষতার সাথে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা ও কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস ব্যবস্থাপনা উন্নততর করতে সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি।

কোভিড-১৯ মহামারিতে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি আক্রান্ত। আমাদের পোশাক শিল্পেও এর রেশ পড়েছে। এর প্রভাবে ইতোমধ্যেই ৩'শরও অধিক ছোট পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সচল কারখানাগুলো কোনরকমে ৫৫ শতাংশ সক্ষমতা ব্যবহার করে এখনও টিকে রয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ যে, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান রপ্তানিখাত পোশাক শিল্পসহ রপ্তানি খাতের শ্রমিক ভাইবোনদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ (স্বল্প সুদে ঋণ) ঘোষণা করে শিল্পকে দুঃসময়ে সহায়তা করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে শ্রমঘন পোশাক শিল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আমরা পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে **শ্রমিক ভাইবোনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি**। এক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করছি।

করোনা পরিস্থিতিতে কারখানা খোলা রাখার জন্য বিজিএমইএ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইএলও ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে আলোচনা করে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বাস্থ্য বিধি/প্রটোকল প্রণয়ন করেছি। কারখানাগুলো এই বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা, তা বিজিএমইএ থেকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছি। কারখানাগুলো শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক সংলাপসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাইবোনদের সংক্রমণ পরীক্ষায় গাজীপুরের চন্দ্রায় বিশ্বমানের ল্যাব স্থাপন করেছে। ল্যাব পরিচালনায় ব্যয় এবং করোনা সনাক্ত রোগীদের চিকিৎসায় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে বিজিএমইএ। টাঙ্গাইল ও সাভারেও একই মানের আরও দুটি ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে এবং করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকদেরকে সাধারণ ও মানসিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মায়া এর সাথে বিজিএমইএ একটি যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মী, হাসপাতাল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থাকেও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ বিশ্বে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ-এর রোল মডেল। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এ শিল্পে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং সুরক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি একান্তভাবে আশা করি, শুধু পোশাক শিল্পই নয়, দেশের প্রতিটি শিল্প কারখানায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সর্বস্তরে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আমি মনে করি, উপর্যুক্ত নির্দেশিকাটি করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। **'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. রুবানা হক

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখার নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে বিবেচনায় নিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) কর্তৃক জরুরীভিত্তিতে 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ডাইফ-এর এই শুভ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯তম দফায় বলেছেন, **'শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।'** সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে।

মালিক ও শ্রমিকপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার এই গাইডলাইন অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর বিশেষ পরিদর্শন, টেলিমেডিসিন সেবা, হেল্প লাইন, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রচারণা ইতোমধ্যে শ্রমখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং করোনা মোকাবেলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডাইফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল পরিলক্ষিত হবে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা কর্মক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা সৃজনে সক্ষম হবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

ফজলুল হক মন্টু

International Labour Organization

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message from the ILO Country Director, Bangladesh

The ongoing COVID-19 crisis has transformed the world of work by decimating jobs, livelihoods and the well-being of millions of workers and their families. The global pandemic is posing unprecedented challenges for governments, employers and workers everywhere, as they try to protect health and safety at work, address wider societal needs and re-open their economies.

While Bangladesh has made considerable socio-economic progress over the past few decades, the pandemic has exposed deep-rooted inequalities. To address these disparities and continue the country's growth, the attainment of the SDG goals, tackling the pandemic, stabilising the economy and protecting the health of workers must go hand in hand.

In this context, a national Occupational Safety and Health (OSH) guideline on creating safe and effective return-to-work conditions during COVID-19 has been developed by the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), with technical support from the International Labour Organization (ILO).

The OSH guideline includes recommendations and tools based on international and national labour standards to help employers and workers plan, prevent and protect their establishments and their fellow workers. This document was finalised through social dialogue and in depth consultations at the National OSH Council, chaired by the State Minister for Labour, and attended by representatives from various Ministries as well as employers' and workers' organisations.

I believe this OSH guideline, which includes a user-friendly set of standard operating procedures and a comprehensive risk-assessment checklist, will help employers and workers to take coordinated action to safeguard their workplaces and workers during this ongoing public health crisis.

I hope that the economy and enterprises in Bangladesh will emerge from the crisis more resilient, sustainable and with renewed commitment towards decent work for all.

On behalf of the ILO, I express my gratitude to the Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina, for her leadership throughout the ongoing pandemic. I would also like to thank DIFE and the Ministry of Labour and Employment for developing and publishing this timely *Occupational Safety and Health Guide for Prevention and Mitigation of COVID–19 in the Workplace*. I would also like to acknowledge the efforts of ILO colleagues in Geneva, the Decent Work Team (DWT) in Delhi and staff in the Dhaka office, who have supported the drafting process.

Tuomo Poutiainen
Country Director, ILO Country Office for Bangladesh

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত "জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল"

১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (পদাধিকারবলে)	চেয়ারম্যান
২।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৩।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৪।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৫।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৬।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৭।	সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৮।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৯।	মহাপরিচালক, শিল্পাঞ্চল পুলিশ, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১০।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
১১।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	সদস্য
১২।	সভাপতি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	সদস্য
১৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশীয় চা সংসদ	সদস্য
১৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইলস্ মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)	সদস্য
১৫।	সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
১৬।	শ্রম উপদেষ্টা, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
১৭।	জনাব ফজলুল হক মন্টু, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ	সদস্য
১৮।	মিজ্ শামছুন নাহার ভুঁইয়া, মহিলা সম্পাদিকা, জাতীয় শ্রমিক লীগ	সদস্য
১৯।	ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সম্পাদক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	সদস্য
২০।	এ্যাডঃ দেলওয়ার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন	সদস্য
২১।	জনাব নাইমুল হাসান জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ	সদস্য
২২।	জনাব মেজবাহ উদ্দিন, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট	সদস্য
২৩।	অধ্যাপক ডাঃ শেখ আখতার আহম্মদ, Department of Occupational And Environmental Health, Bangladesh University of Health Science	সদস্য
২৪।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আবু নাইম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সাবেক মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
২৫।	প্রকৌশলী মোঃ হাফিজুর রহমান পিইঞ্জ, ভাইস চেয়ারম্যান Occupational Safety Board of Bangladesh. IEB	সদস্য
২৬।	প্রকোশলী তৈয়েবুর রহমান পিইঞ্জ, সচিব ও রেজিস্ট্রার, Occupational Safety Board of Bangladesh. IEB	সদস্য
২৭।	জনাব জাফরুল হাসান শরীফ, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা	সদস্য
২৮।	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে)	সচিব

সূচিপত্র

১. পটভূমি ৪৫
২. উদ্দেশ্য ৪৬
৩. নির্দেশিকার আওতা/পরিধি ৪৬
৪. দায়িত্বসমূহ ৪৬
৪.১ সরকার ৪৬
৪.১.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) ৪৭
৪.২ মালিকের দায়িত্ব ৪৮
৪.৩ শ্রমিকের দায়িত্ব ৪৯
৪.৪ সেইফটি কমিটির দায়িত্ব ৪৯
৫. কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৫০
৫.১ নীতিমালা, পরিকল্পনা ও সংগঠন ৫০
৫.১.১ প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বাবলি সংক্রান্ত বিবৃতি ৫০
৫.১.২ কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম ৫০
৫.১.৩ কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা ৫০
৫.১.৪ কারিগরি পরামর্শ এবং তথ্যাদি ৫০
৫.১.৫ শ্রমিকদের সঙ্গে তথ্য বিনিময় ৫১
৫.১.৬ আপদ চিহ্নিতকরণ (Hazard Mapping) ৫১
৫.১.৭ ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা পরিকল্পনা (Business Continuity Plan) ৫১
৫.১.৮ বিকল্প কর্মপদ্ধতি ৫১
৫.১.৯ সন্দেহজনক ও নিশ্চিত কোভিড-১৯ সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা ৫১
৫.১.১০ অসুস্থতাজনিত ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি ও অসুস্থতাকালীন সুবিধা প্রদান নীতি ৫২
৫.১.১১ তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ৫২
৫.২ ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা ও অবহিতকরণ ৫২
৫.২.১ আক্রান্ত হবার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ ৫২
৫.২.২ সংক্রমণ-ঝুঁকি রোধে প্রশিক্ষণ ৫২
৫.২.৩ কর্মস্থলে নিজেকে বিরত রাখার অধিকার ৫২

৫.২.৪ সরবরাহ ও পরিবহণ শ্রমিকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ৫২
৫.২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রমিকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ৫৩
৫.২.৬ ভ্রমণ সীমিতকরণ ৫৩
৫.২.৭ শ্রমিকগণকে অবহিতকরণ ৫৩
৫.২.৮ মনোসামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৫৩

৫.৩ প্রতিরোধ ও প্রতিকার উদ্যোগ ৫৩
৫.৩.১ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে কর্মের পুনর্বিন্যাস ৫৪
৫.৩.২ সভার বিকল্প পদ্ধতি ৫৪
৫.৩.৩ হাত ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করার সুবিধাদি ৫৪
৫.৩.৪ কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা ৫৪
৫.৩.৫ নির্মল বায়ুর জন্য ভেন্টিলেশন বা বায়ুচলাচল ৫৫
৫.৩.৬ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধির চর্চা ৫৫
৫.৩.৭ সামাজিক দূরত্ব ৫৫
৫.৩.৮ মাস্ক ও টিস্যু সরবরাহ এবং তা ব্যবহারের পরে বিনষ্টকরণ ৫৫
৫.৩.৯ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদির ব্যবহার ৫৫
৫.৩.১০ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত কাউকে বৈষম্য, হয়রানি ও উৎপীড়ন না করা ৫৬

৫.৪ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত অথবা সন্দেহভাজন রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয় ৫৬
৫.৪.১ কোভিড-১৯-এর উপসর্গ দেখা দিলে কর্মক্ষেত্রে না যাওয়া ৫৬
৫.৪.২ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ৫৬
৫.৪.৩ কোভিড-১৯-এর লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির জনবিচ্ছিন্নকরণ (আইসোলেশন) ৫৭
৫.৪.৪ কর্মস্থল জীবাণুমুক্তকরণ ৫৭
৫.৪.৫ গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের বিশেষ যত্ন ৫৮
৫.৪.৬ শিশুপরিচর্যা কেন্দ্রের বিশেষ যত্ন ৫৮

৬. উপসংহার ৫৮

পরিশিষ্টসমূহ ৫৯

পরিশিষ্ট-১: করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ৬১

পরিশিষ্ট-২: কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ ৬৩

পরিশিষ্ট-৩: কোভিড-১৯ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রমমানদণ্ড ৬৪

পরিশিষ্ট-৪: কর্মস্থলে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে স্ট্যান্ডার্ড ওপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) ৬৫

পরিশিষ্ট-৫: কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক (ILO, WHO) এবং জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত চেকলিস্ট। ৭০

পরিশিষ্ট-৬: SOP অনুযায়ী RMG কারখানা নিয়মিত পরিদর্শন চেকলিস্ট ৭৮

পরিশিষ্ট-৭: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করোনাকালীন বিশেষ পরিদর্শন চেকলিস্ট ৯২

পরিশিষ্ট-৮: শিল্প কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইউনিট ৯৪

পরিশিষ্ট-৯: কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ৯৬

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা

১ পটভূমি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)-এর ধারা ৩২৩ মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-কে পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠিত হয়। উক্ত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর প্রণীত কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকাটি (গাইডলাইন) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা, পর্যালোচনা ও সমন্বয়ক্রমে অনুমোদিত হয়:-

- সারা বিশ্বে করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ মহামারীর ফলে স্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নজিরবিহীন অভিঘাত পড়ছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন, শোভনকাজ ও কর্মসংস্থান-এর পৃষ্ঠপোষক-আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বর্তমান কোভিড-১৯ উদ্ভূত সংকটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে গুরুতর সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার দেশের কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও বিস্তাররোধে বদ্ধপরিকর এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে নভেল করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরপরই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান করণীয় হিসেবে সরকার ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এছাড়া, কোভিড-১৯-এর প্রভাবসৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকার ইতোমধ্যে শিল্প, কৃষিসহ **মোট বিশটি খাতের অনুকূলে ১,১১,১৩৭ (এক লক্ষ এগার হাজার একশত সাঁইত্রিশ) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে (তথ্যসূত্রঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)**।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাঁর ৩১ দফা নির্দেশনায় সকল শিল্পমালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিকে যথাক্রমে নিজ নিজ কারখানা, কর্মস্থল ও বাড়িতে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের পরামর্শ দিয়েছেন। **নির্দেশনা ১২-তে তিনি বলেছেন, "দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।" নির্দেশনা ২৮-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখবেন।" নির্দেশনা ২৯-এ তিনি আরও বলেছেন, "শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।"**

- কোভিড-১৯-জনিত সংকটময় পরিস্থিতিতে চালু-থাকা এবং তা অতিক্রমান্তে পুনরায় চালু-হওয়া কারখানা, প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কশপগুলিতে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, কেননা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত এই বিপদসংকুল পরিস্থিতি অবসানের পরিবর্তে আরও প্রলম্বিত হতে পারে।

- প্রযোজ্যতার নিরিখে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও কর্মী-স্বাতন্ত্রিক, এবং যথাযথ প্রযোগ্যতা বিবেচনাক্রমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নিরূপণ করা সমীচীন। স্বাস্থ্যসেবা খাতসহ অন্য যেসকল খাতে শ্রমিককে কর্মস্থলে প্রত্যক্ষ গণসংস্পর্শে আসতে হয় এবং মহামারীকালে যাদেরকে জরুরি কাজ করতে হয়, তাদের জন্য প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা আবশ্যক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেসঙ্গে অর্থনীতির চাকা সচল রেখে শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিল্প সংরক্ষণে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। স্বীয়কর্তব্যবোধে উক্ত নির্দেশনার প্রতি সকল স্তরের কর্মীর শ্রদ্ধাশীল অনুবর্তিতা বিদ্যমান পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় একান্ত অভিপ্রেত।

২ উদ্দেশ্য

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক উভয়ের জন্য কর্মস্থলে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই এ নির্দেশিকার (গাইডলাইন) উদ্দেশ্য।

৩ নির্দেশিকার আওতা/পরিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষেত্র এ নির্দেশিকার আওতাভুক্ত। তন্মধ্যে, সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষরোপণ প্রতিষ্ঠান, কৃষি খামার, দোকান, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, রেস্তোরাঁ, স্টক এক্সচেঞ্জ, এজেন্সি অফিস, ক্লাব, সিনেমা হল, থিয়েটার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শ্রম আইনের আওতাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বৃহত্তর স্বার্থে এ নির্দেশনা প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ নির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রমমান ভিত্তিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড এবং সুপারিশসমূহ সমন্বয়ক্রমে এতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকগণ কর্তৃক যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৪ দায়িত্বসমূহ

ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক উভয় পক্ষকেই যৌথভাবে এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পদ্ধতিগতভাবে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করতে হবে। তবে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে আবশ্যিকভাবে এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদেরকে এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় করতে হবে। সরকার, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক এবং সেইফটি কমিটির এতদসংশ্লিষ্ট কতিপয় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এখানে বর্ণনা করা হলো যা নিম্নরূপ:

৪.১ সরকার:

বর্তমান সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকার কর্তৃক 'জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক' সামাজিক সংলাপের মধ্য দিয়ে এতদসংক্রান্ত গ্রহণীয় পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধ কিংবা বিস্তারের গতি শ্লথ করতে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে

বাধ্য হতে পারে। তবে, এসব ব্যতিক্রমী পদক্ষেপের কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব হবে যদি সামাজিক অংশীজনেরা শুরু থেকেই সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকেন এবং তা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কোভিড-১৯-সৃষ্ট সংকটের বৈরী প্রভাব প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে-স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক অগ্রসরতা উভয়ক্ষেত্রেই গুরত্বারোপ করা অবশ্যক। সরকার এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত নীতিমালা (আইএলও নির্ধারিত) বিবেচনা করতে পারে।

ক. স্বাস্থ্যখাতসহ সুনির্দিষ্ট খাতসমূহের জন্য কার্যকর অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়ে অধিকতর প্রায়োগিকতার সঙ্গে তা পরিচালন। ঋণ, আর্থিক সহায়তা ও বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং বিনিয়োগে গতি সঞ্চারণ এবং এর মধ্য দিয়ে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানকে উজ্জীবিতকরণ;

খ. সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষার বিস্তার, কর্মসংস্থান বজায় রাখার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, আর্থিক/কর সুবিধা সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠান, চাকুরি এবং উপার্জনে সহায়তাকরণ;

গ. পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন (যেমন টেলিওয়ার্কিং), বৈষম্য ও বর্জন প্রতিরোধ, সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রদান এবং সবেতনে ছুটির সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান;

ঘ. মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা ও প্রতিকূলতায় ঘুরে দাড়ানোর সামর্থ বৃদ্ধি, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন, যৌথ দরকষাকষি, শ্রমসম্পর্ক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে সমস্যা-সমাধান নিশ্চিতকরণে সামাজিক সংলাপের ওপর নির্ভরশীলতা সম্প্রসারণ। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মক্ষেত্র, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান (শ্রম আইনের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান যেমন: ব্যাংক, স্টক একচেঞ্জ, বীমাপ্রতিষ্ঠান, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল ইত্যাদি)-কে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যতদূর সম্ভব এ নির্দেশিকা অনুসরণ করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেসব সংস্থা/প্রতিষ্ঠান শ্রম আইনের আওতামুক্ত যেমন: এনজিও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর, বিশেষ করে সম্মুখসারির কর্মী (সশস্ত্র বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থারকর্মী, সরকারি হাসপাতাল, গবেষণাগারে কর্মরত শ্রমিক, সৎকারকাজে নিয়োজিত শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকর্মী) এবং জরুরি সেবা প্রদানকারী কর্মী প্রভৃতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পৃষ্ঠপোষকতামূলক কর্মকাণ্ডে যারা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন (যেমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষিশ্রমিক, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি, গৃহশ্রমিক প্রভৃতি) তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

৪.১.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ):

বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষমতা যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রয়েছে, সেহেতু কোভিড-১৯ সংকট প্রতিকারার্থে কর্মস্থলে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তরের বিশেষ পালনীয় ভূমিকাও রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, উক্ত অধিদপ্তরের গ্রহণীয় ব্যাপক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক:

ক. কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টনপূর্বক কমিটি গঠন;

খ. বিশেষ সুরক্ষা-পরিদর্শন পরিচালনা;

গ. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সেক্টরভিত্তিক কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনানুগভাবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন;

ঘ. উন্নয়ন-সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা যাচন;

ঙ. যত দ্রুত সম্ভব প্রচারণামূলক উপকরণ প্রস্তুত করে তা কর্মস্থলসমূহে প্রেরণ;

চ. সংক্রমণঝুঁকি, শ্রমঘনত্ব এবং রপ্তানি-নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে কর্মস্থল বা শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাসকরণ।

সংক্রমণঝুঁকি নির্ণয়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

- যেসব কর্মস্থলে পেশাগত কারণেই সংক্রমণঝুঁকি বিদ্যমান (যেমন: হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডে-কেয়ার সেন্টার, গবেষণাগার, মৃতসৎকার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি); এবং
- যেসকল প্রতিষ্ঠানে কাজের ধরনের কারণে বিশেষ সংক্রমণ ঝুঁকি নেই (অন্যান্য প্রতিষ্ঠান)।

ছ. করোনা-সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় যেহেতু শ্রম আইনের আওতাভুক্ত নয়, সেক্ষেত্রে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সংকট-নিরসনের উদ্দেশ্যে, শ্রমপরিদর্শকদের সঙ্গে পরিদর্শনে সঙ্গী হওয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা চাইতে পারে;

জ. কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকদের নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করতে হবে:

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি (পিপিই) (যেমন- মাস্ক, গ্লাভস, পায়ের আচ্ছাদন, সমগ্র দেহের আচ্ছাদন, গগলস, লিকুইড স্যানিটারজার প্রভৃতি)'র ব্যবহার;
- সংক্রমণ-ঝুঁকিমুক্ত থাকার লক্ষ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গণপরিবহণের পরিবর্তে দাপ্তরিক পরিবহণের ব্যবহার,
- সংবেদনশীল স্বাস্থ্য জটিলতার ক্ষেত্রে যেমন: শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, হৃদরোগ, রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার ঘাটতি প্রভৃতি, এবং গর্ভবতী কিংবা মাতৃদুগ্ধদানকারী পরিদর্শকদের ক্ষেত্রে কর্মস্থল-পরিদর্শনে না যাওয়া।

৪.২ মালিকের দায়িত্ব:

আইএলও কনভেনশন নং-১৫৫ অনুসারে, কর্মস্থলের ঝুঁকি নিরসনে বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিরোধ ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ মালিকের দায়িত্ব। শ্রমিককে বিনামূল্যে পর্যাপ্ত সুরক্ষামূলক পোশাকাদি ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি (PPE) সরবরাহ; পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহ ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান; শ্রমিকদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা; জরুরিকাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং পেশাগত ব্যাধি সম্পর্কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অবহিতকরণও মালিকের দায়িত্ব। কার্যত, দেশীয় আইনানুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য মালিকগণের প্রতি আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কোভিড-১৯ শ্রম আইনের পেশাগত ব্যাধির তালিকাভুক্ত না হলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী যেকোনো নতুন রোগ-ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করলে তা পেশাগত ব্যাধি হিসেবে বিবেচিত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে, কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রযোজ্য হবে।

এমতাবস্থায়, শ্রমিকের পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখা, কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তারের ঝুঁকি-নিরসন করা, একইসঙ্গে কর্মস্থলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এরূপ উদ্যোগ কেবল তাদের কর্মস্থল ও বিনিয়োগই রক্ষা করবে না, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের মর্যাদা বাড়াবে। বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের মালিক সংগঠনগুলো যতদূর সম্ভব মালিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন ও তাদের অংশীজনদের মধ্যে সম্পাদিত যৌথ-বিবৃতির মূল প্রেরণার মানসে মতবিনিময় করতে পারে।

৪.৩ শ্রমিকের দায়িত্ব:

শ্রমিকগণ এবং তাদের সংগঠনসমূহ এই মহামারী মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শ্রমিকগণের দায়িত্বাবলি নিম্নরূপ:

- মালিক কর্তৃক গৃহীত প্রতিরোধ ও সুরক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান;
- কর্মস্থলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতির কঠোর অনুশীলন ও দায়িত্বশীল আচরণ;
- নির্দেশিত নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ প্রতিপালন;
- অন্যের নিরাপত্তার বিষয়ে যত্নশীল আচরণ (যেমন অন্যকে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাসংক্রান্ত ঝুঁকিতে না ফেলা);
- যথাযথভাবে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও ডিভাইসসমূহের ব্যবহার;
- নিয়মিত হাত ধোয়াসহ শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায়;
- নিয়মিত আবাসস্থল ও দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্র (পোশাক, খাদ্যসামগ্রী, তৈজসপত্র)-এর পরিচ্ছন্নতা;
- ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ;
- কোন শ্রমিক কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের অসুস্থ হওয়া কিংবা কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া কিংবা পজিটিভ রিপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- ডাইফের নিয়মিত হটলাইন নাম্বার (১৬৩৫৭) অথবা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিশেষ জরুরি নাম্বারে কল করে ডাইফকে প্রয়োজনে অবহিতকরণ।

এসময় শ্রমিক সংগঠনগুলির কর্তব্য হলো শ্রমিক ও অসুস্থ ব্যক্তির হালনাগাদ তথ্য প্রদান, ঐক্য সংরক্ষণ এবং বৈষম্য/অপপ্রচার রোধের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য গৃহীত প্রতিরোধ ও সুরক্ষা উদ্যোগ বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

৪.৪ সেইফটি কমিটির দায়িত্ব:

যেসব কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি আছে, মহামারী মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঝুঁকি-নিরূপণ ও পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উক্ত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেইফটি কমিটির দায়িত্বাবলি নিম্নরূপ:

- নিয়মিত সভার আলোচ্যসূচিতে কোভিড-১৯ বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অনুধাবন;
- কর্মস্থলে সংক্রমণের ঝুঁকিনিরূপণ;
- কোভিড-১৯ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;
- কর্মস্থলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে মালিক ও শ্রমিক সামাজিক সংলাপ;
- অসুস্থ শ্রমিকসংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং কোভিড-১৯-জনিত সংকট মোকাবেলায় গঠিত টিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অনুসরণ;
- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গঠিত টিমের অংশ হিসেবে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কর্ম সম্পাদন।

৫ কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৫.১ নীতিমালা, পরিকল্পনা ও সংগঠন:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ট অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুসরণ করবে।

৫.১.১ প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বাবলি সংক্রান্ত বিবৃতি:

কর্মস্থলে কোভিড-১৯-এর বিস্তার ও সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি নিরসনে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বাবলি সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ করবে। এটা মালিকপক্ষের উপর শ্রমিকদের আস্থা তৈরি করবে এবং তাদের আতঙ্ক হ্রাস পাবে।

৫.১.২ কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম:

ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি, সেইফটি কমিটি (যেখানে বিদ্যমান) কিংবা অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতিনিধির অংশগ্রহণে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ 'কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম' গঠন করবেন। স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কর্মকর্তা/কল্যাণ কর্মকর্তা ও টিমের সদস্য হতে পারেন। কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম-এর কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ ও টিম-সদস্যদের অবহিতকরণ;
- একটি নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বক্ষণিক হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- স্বাতন্ত্রিক প্রযোজ্যতা অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠানে এই নির্দেশমালার শেষাংশে সংযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (পরিশিষ্ট-৪) ও চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-৫)-এর যথাসম্ভব ব্যবহার;
- উক্ত টিম স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন করবে, যার মধ্যে অসুস্থ বোধ করা কিংবা কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ সন্নিবেশিত থাকবে।

৫.১.৩ কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা:

সমস্ত কর্মক্ষেত্র এবং শ্রমিকদের দ্বারা সম্পাদিত সব ধরনের কাজ এবং সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় নিয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই একটি কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। ঝুঁকি নিরূপণ এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-৫) ব্যবহার করবেন।

৫.১.৪ কারিগরি পরামর্শ এবং তথ্যাদি:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ আবশ্যিকভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ), আইইডিসিআর, স্থানীয় জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান (যেমন: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, এনজিওসমূহ) যারা কর্মস্থলে ভাইরাসের বিস্তার রোধে প্রচারণামূলক উপকরণ প্রস্তুত এবং কারিগরি মতামত প্রদান করছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

৫.১.৫ শ্রমিকদের সঙ্গে তথ্য বিনিময়:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কর্মস্থলে এমন একটি তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে, জাতীয় কিংবা স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের বরাতে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত আশু পরিস্থিতি সম্পর্কে, শ্রমিকদেরকে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- স্বাস্থ্যসেবা রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ;
- অসুস্থতাজনিত ছুটির রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ;
- সম্ভব হলে, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের জন্য, মোবাইল-নম্বর ও ই-মেইল-ঠিকানা সমন্বয়ে ডাটাবেজ তৈরিকরণ;
- জরুরি ক্ষেত্রে দ্রুত সংযোগ স্থাপনের জন্য যোগাযোগ-তরু (communication tree) গঠন (যেমন: ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে সুপারভাইজার এবং তার থেকে শ্রমিক);
- নোটিশ বোর্ড/মোবাইল ফোন/পোস্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-নির্দেশনার প্রচারণা বৃদ্ধি;
- জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্র বন্ধ এবং তা পুনঃচালুকরণ সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সরকারি নির্দেশনা স্ব স্ব সংগঠন অবহিতকরণ (যেমন: লকডাউন-ঘোষণা, ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি) এবং
- জাতীয় আইন ও প্রথা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন।

৫.১.৬ আপদ চিহ্নিতকরণ (Hazard Mapping):

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের উৎসসমূহ ও বিস্তারের মাধ্যম চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রের সকল কর্মপ্রক্রিয়া ও কর্ম বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আপদ-এর গতিপথ চিহ্নিত করবেন।

৫.১.৭ ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা পরিকল্পনা (Business Continuity Plan):

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সমন্বিতকরে ব্যবসার আপৎকালীন ও নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সহ কর্মকাণ্ড আবশ্যিকভাবে বন্ধ কিংবা স্বল্পসংখ্যক শ্রমিক নিয়ে চালানোর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫.১.৮ বিকল্প কর্মপদ্ধতি:

কর্মস্থলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ও কোভিড-১৯-এর বিস্তার-ঝুঁকি হ্রাসে কর্তৃপক্ষ টেলিওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে জটিলতাহীন কাজ নিষ্পন্নে উদ্যোগী হবেন। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জটিল কাজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের চিহ্নিত এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে টেলিওয়ার্কিংয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। যদি টেলিওয়ার্কিং সম্ভবপর না হয় তবে, কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সমাগম এড়াতে শিফট-ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১.৯ সন্দেহজনক ও নিশ্চিত কোভিড-১৯ সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা:

কর্মস্থলে সন্দেহভাজন কিংবা নিশ্চিতভাবে কোভিড-১৯-সংক্রমিত কাউকে শনাক্তের পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে -সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ, তদারকি, কর্মস্থল থেকে পরিবহনের ব্যবস্থা এবং জাতীয় নির্দেশমালা অনুসারে কর্মস্থল সংক্রমণমুক্তকরণের বিষয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.১.১০ অসুস্থতাজনিত ছুটির মেয়াদ-বৃদ্ধি এবং অসুস্থতাকালীন সুবিধা প্রদান নীতি:

জাতীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সবেতনে অসুস্থতাজনিত ছুটি, অসুস্থতাজনিত সুবিধাদি, (পরিবারের কোন সদস্য কোভিড আক্রান্ত হলে) এতদসংক্রান্ত ছুটি ইত্যাদি সুবিধা বৃদ্ধি ও সমন্বয় করবে। উক্ত অসুস্থতাজনিত ছুটি নীতিমালার বিষয়ে এবং শ্রমিক-পরিবারের সদস্য কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ছুটি পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে সকল শ্রমিককে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৫.১.১১ তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি:

কোভিড-১৯ প্রতিরোধ-কৌশল ও পরিকল্পনা তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ আবশ্যিকভাবে একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। পদ্ধতিটি হবে অংশগ্রহণমূলক, যার মধ্যে সেইফটি কমিটি, অংশগ্রহণকারী কমিটি, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি থাকবে। তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য ভিন্ন একটি টিম গঠনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি সম্ভবপর না হয়, সেক্ষেত্রে কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম, তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৫.২ ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা ও অবহিতকরণ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম যৌথভাবে সকল কর্ম-এলাকায় কোভিড-১৯ বিস্তারের ঝুঁকি নিরূপণ, প্রতিরোধ-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সকল কর্মী ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এতদ্বিষয়ে অবহিত করবে।

৫.২.১ আক্রান্ত হবার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম যৌথ উদ্যোগে আবশ্যিকভাবে সকল কর্মী, ঠিকাদার, গ্রাহক এবং দর্শনার্থীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ করতঃ কর্ম-এলাকায় সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.২.২ সংক্রমণ-ঝুঁকি রোধে প্রশিক্ষণ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোভিড-১৯ সংক্রমণ-ঝুঁকি রোধে বা সংক্রমণ ঘটলে করণীয় ও গ্রহণীয়ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। অধিক ঝুঁকিতে থাকা শ্রমিকগণকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর (পিপিই) যথাযথ ব্যবহার, পরিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিনষ্টকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৫.২.৩ কর্মস্থলে নিজেকে বিরত রাখার অধিকার:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে অবহিত করবেন যে, কোন শ্রমিকের নিকট যদি জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য আশু ও গুরুতর কোনো বিপদসংকুল কর্মপরিবেশের প্রকাশ ঘটে তবে, উক্ত কর্মপরিবেশ থেকে নিজেকে বিরত রাখার অধিকার রয়েছে। উক্ত বিষয়টি দ্রুত উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৫.২.৪ সরবরাহ ও পরিবহণ শ্রমিকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা:

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সরবরাহ-কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার এবং অন্যান্য পরিবহণ শ্রমিককে প্রত্যক্ষ ক্রেতা-সংস্পর্শ যথাসম্ভব সীমিত রাখতে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি চর্চা, যেমন: হাত ধোয়া এবং জীবাণুনাশক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে সহযোগিতা প্রদান করবে। কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে এসকল সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করবে। শ্রমিকগণের প্রত্যক্ষ ক্রেতা-সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।

৫.২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রমিকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা:

ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রমিক (বিশেষত শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত শ্রমিকরা), গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতা, কিশোর এবং প্রতিবন্ধী শ্রমিকগণের জন্য ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতার স্বাস্থ্যসুরক্ষার জন্য বিশ্রামকক্ষ ও ব্রেস্টফিডিং কক্ষ যথাযথ জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সংরক্ষণ করতে হবে। সে সাথে এরূপ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রমিকগণকে জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা অজ্ঞাত না থাকে।

৫.২.৬ ভ্রমণ সীমিতকরণ:

ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ আবশ্যক ও অনাবশ্যক ভ্রমণ চিহ্নিত করতঃ অনাবশ্যক ভ্রমণ সীমিত করবে। ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারী সীমিত ভ্রমণ নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত থাকবে। কোনো ব্যবসায়ীক ভ্রমণ-পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে এবং সকল পর্যায়ের ভ্রমণ এবং কর্মবণ্টনের ক্ষেত্রে এ নীতি আরোপযোগ্য হবে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের অনাবশ্যক ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে উৎসাহিত করবে। আবশ্যক ভ্রমণের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভ্রমণকারীকে গ্রহণ করতে হবে।

৫.২.৭ শ্রমিকগণকে অবহিতকরণ:

কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিসহ যেকোনো নীতিমালা-পরিবর্তন বিষয়ে তাদের অবহিত রাখবে। এ-ক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ও লাউড স্পিকার এবং অপারগতার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান বা ঘোষণার ক্ষেত্রে বক্তা এবং শ্রোতাগণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে। আরও কার্যকরভাবে তথ্যাদি জানানোর জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল বার্তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.২.৮ মনোসামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:

সকল শ্রমিককে - উদ্ভূয়মান মনোসামাজিক ঝুঁকি দূরীকরণ, নতুন ধারার কর্মবিন্যাস আয়োজন, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম ও নিদ্রা, শরীরচর্চা, বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সামাজিক সংযোগ সমন্বয়ক্রমে স্বাস্থ্যকর জীবনচর্চার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান করবে। কর্মস্থলে বিভিন্ন তথ্য-উপকরণ সংবলিত একটি তথ্য-বুথ স্থাপন করা যেতে পারে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিকদের নিকট পৌঁছানো যেতে পারে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন মনোসামাজিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমিকদের যুক্ত রাখার বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৫.৩ প্রতিরোধ ও প্রতিকার উদ্যোগ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম যৌথ উদ্যোগে কর্মস্থলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করবে। এসকল প্রতিরোধ ও প্রতিকার-সংশ্লিষ্ট কর্মপন্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই দৈনন্দিন কর্মপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হয় এবং কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থে কর্মবিন্যাস পুনর্গঠনের প্রয়োজন হতে পারে।

৫.৩.১ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে কর্মের পুনর্বিন্যাস:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্মপ্রক্রিয়াকে এমনভাবে বিন্যস্ত করবে যাতে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ন্যূনতম এক মিটার (৩ ফুট) বজায় থাকে অথবা বিকল্প কোন দূরত্ব যা সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত। শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিম্নোক্ত পন্থাগুলো বিবেচনা করা সমীচীন:

- কর্মস্থল এবং এর প্রবেশ/প্রস্থান-স্থলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য পৃথক গেইট (দরজা)-এর ব্যবহার;
- একমুখী চলাচল বা গমনপথের ব্যবহার নিশ্চিত করা, যেখানে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব, যেমন: ওঠা ও নামার জন্য পৃথক সিঁড়ি ব্যবহার;
- কর্মঘণ্টা বিভিন্ন শিফটে নির্ধারণ;
- ফ্লোর বা কাজের স্থানগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে চলা;
- প্রত্যেককে তার সামনের ব্যক্তি না সরা পর্যন্ত অবস্থান পরিবর্তন না করতে, সারি বা লাইনে দাঁড়ানোর জায়গা দাগ দিয়ে চিহ্নিতকরণ;
- দুপুরের খাবারের বিরতি বা অন্যান্য বিরতি যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমিক করা;
- কর্মস্থলের বাইরে জনসমাগমে মিথস্ক্রিয়া (মেলামেশা) যথাসম্ভব হ্রাসকরণ;
- কারখানার মেডিক্যাল টিম কর্তৃক থার্মাল স্ক্যানিং/ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দ্বারা শ্রমিক বা কারখানায় প্রবেশরত সকল ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করা অথবা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

৫.৩.২ সভার বিকল্প পদ্ধতি:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উচিত সামনাসামনি সভা পরিহার করত ফোন-কল, ই-মেইল অথবা ভার্চুয়াল-সভাকে অগ্রাধিকার প্রদান। ভার্চুয়াল-সভা যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমানো, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আসনব্যবস্থা, এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা আবশ্যক হবে।

৫.৩.৩ হাত ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করার সুবিধাদি:

কর্মচারি, ক্রেতা,ও দর্শনার্থীদের জন্য সহজে গমনীয় পর্যাপ্ত পরিসরের স্থান ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করবে যেখানে সাবান-পানি দিয়ে হাতধোয়া, স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করা, সর্বোপরি কর্মস্থলে যেন হাত ধোয়ার এক সংস্কৃতি চালু করা যায় সে প্রয়াস রাখা। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এ-পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে; যথা:

- কর্মস্থলে (কারখানা বা প্রতিষ্ঠান) সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে হাত পরিষ্কারক সামগ্রী রাখা এবং নিয়মিত সেগুলো পুনর্ভর্তি করা;
- পর্যাপ্ত সংখ্যক সাবানের ব্যবস্থাসহ প্রধান ফটকে হাত ধৌতকরণ-স্থান নির্দিষ্ট করা;
- কারখানায় প্রবেশের সময় সকল কর্মচারি ও দর্শনার্থীর হাত ধৌতকরণ বা জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা;
- হাত ধৌতকরণ বা জীবাণুমুক্তকরণের প্রতিটি স্থান/পানির কলের মধ্যে ন্যূনতম এক মিটার দূরত্ব নিশ্চিত করা;
- হাত ধৌতকরণ এবং জীবাণুমুক্তকরণের সঠিক পদ্ধতিগত নির্দেশাবলি দৃষ্টিগোচরস্থানে প্রদর্শন করা (যেমন- উভয়হাত কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ধৌত করা);
- হাত ধোয়ার পর শুকানোর জন্য ড্রায়ার বা টিস্যু পেপারের ব্যবস্থা রাখা।

৫.৩.৪ কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উচিত হবে জীবাণুনাশক দিয়ে ডেস্ক, সিঁড়ির হাতল, টেলিফোন, কিবোর্ড ও ব্যবহারসামগ্রী নিয়মিত মোছা এবং বিশ্রামকক্ষসহ অন্যান্য জায়গাগুলো নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। যে সকল তল বা স্থান ঘনঘন স্পর্শ করা হয় সেগুলো বারংবার পরিষ্কার করা। কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা-ও জীবাণু মুক্তকারী-সেবাপ্রতিষ্ঠান নিযুক্তির বিষয় বিবেচনাযোগ্য।

৫.৩.৫ নির্মল বায়ুর জন্য ভেন্টিলেশন বা বায়ুচলাচল:

ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাব্য উচ্চ-ঝুঁকিপ্রবণ কক্ষগুলোতে উন্নত বায়ুনির্গমন ও নির্মল বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র এবং বায়ু সংশোধকযন্ত্র চালনার নিয়ম/পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শীতাতপযন্ত্র একজস্ট মোডে চালানো যেতে পারে, যেন অভ্যন্তরীণ বায়ু আবর্তিত না হয়ে প্রাকৃতিক বাতাস কক্ষের ভেতর যথাসম্ভব প্রবেশ করতে পারে। ভেন্টিলেশন যাতে যথাযথ মোডে/অবস্থায় থাকে সেজন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা প্রদর্শিত অবস্থায় থাকবে।

৫.৩.৬ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধির চর্চা:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্মস্থলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা, যেমন: হাঁচি-কাশির সময় মুখ ও নাক কনুইয়ের ভাঁজে অথবা টিস্যু দিয়ে ঢেকে ফেলা। ব্যবহৃত টিস্যু স্বাস্থ্যকরভাবে নির্ধারিত স্থানে ফেলার নিয়ম সম্পর্কে শ্রমিক বা অন্যান্যদেরকে জানানো। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উচিত কর্মস্থলে ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন সরবরাহ করা। ডাস্টবিনগুলোতে প্লাস্টিক ব্যাগ থাকা প্রয়োজন যাতে খালি করার সময় বর্জ্য কোনো কিছু ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসে। আবর্জনা ফেলার সময় সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৫.৩.৭ সামাজিক দূরত্ব:

কর্মস্থলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব শ্রমিকদের কাঠামোগত ভিড় পরিহারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে আবশ্যিকভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করতে হবে এবং শ্রমিকদের সে সম্পর্কে জানাতে হবে। প্রার্থনাকক্ষ এবং অনুরূপ সমাবেশ স্থলের সামাজিক দূরত্ব তদারকি করতে হবে। দর্শনার্থী, সরবরাহকারী, ঠিকাদার ও বহিরাগতসহ সবার ক্ষেত্রেই সামাজিক দূরত্বের নিয়ম (এক মিটার বা ৩ ফুট) প্রযোজ্য হবে। অভ্যর্থনা এলাকা এবং তন্মধ্যে কর্মরত কর্মীদের নিরাপদ রাখতে হবে। সম্ভব হলে, দর্শনার্থী ও কর্মীদের মাঝে একটি কাঁচ বা প্রতিরক্ষামূলক পর্দা বা আবরক সংযোজন করতে হবে।

৫.৩.৮ মাস্ক ও টিস্যু সরবরাহ এবং তা ব্যবহারের পরে বিনষ্টকরণ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই যথোপযুক্ত ফেসমাস্ক সরবরাহ করবে এবং সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত কর্মীদের ব্যবহারের জন্য টিস্যুর ব্যবস্থা রাখবে; সেইসঙ্গে ফেসমাস্ক, টিস্যু এবং অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিত্যাগ করার জন্য ঢাকনাযুক্ত পাত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যদি এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর না হয় তবে, শ্রমিকদের নিজস্ব রুমাল অথবা কাপড় ব্যবহার করার এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি উত্তমরূপে চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে।

৫.৩.৯ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদির ব্যবহার:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, জাতীয় নির্দেশনা মোতাবেক, শ্রমিকদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি; যেমন: কাপড়, গ্লাভস, মাস্ক, গগলস, জুতার আবরণী ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদির জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

- জাতীয় নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যারা কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে অতি গুরত্বপূর্ণ ও জটিলকাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের জন্য যথোপযুক্ত পিপিই পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে;
- শ্রমিক এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত পিপিই-এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পর জাতীয় নির্দেশনা মোতাবেক তা যথাযথভাবে পরিষ্কার কিংবা বিনষ্টকরণের বিষয়ে শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩.১০ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত কাউকে বৈষম্য, হয়রানি ও উৎপীড়ন না করা:

কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত কেউ যেন বৈষম্য, হয়রানি ও উৎপীড়নের শিকার না হয়, তার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এবং পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের বৈষম্য, হয়রানি, এবং সহিংসতা মোকাবেলার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা;
- গোপনীয়, জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং নিরাপদ অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- অভিবাসী, প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের কর্মজীবী এবং শ্রমিকের জন্য সহজপ্রবেশ্য, ব্যাপক ও বৈষম্যহীন অভিযোগ ও নালিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- শ্রমিক-কর্মচারীরা যাতে অনভিপ্রেত, বৈষম্যমূলক, হয়রানীমূলক ও অবমাননাকর অচরণ সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে সক্রিয় উদ্যোগে তাদের তত্ত্বাবধায়ক, মানবসম্পদ বিভাগ, শ্রমিক ইউনিয়ন বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন সে বিষয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করা;
- বৈষম্যমূলক আচরণ সংশ্লিষ্ট ঘটনা শনাক্তকরণ এবং নীতি-পদ্ধতি অনুসারে দ্রুততার সঙ্গে তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত কোনো শ্রমিক বা তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সহিংস, মানহানিকর বা হয়রানিমূলক কোনোরূপ আচরণ যেন না করা হয়, সে-বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন করে তোলা। আক্রান্ত পরবর্তীকালে তাদেরকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা।

৫.৪ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত অথবা সন্দেহভাজন রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয়:

সব রকম প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও, কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত কোভিড-১৯-আক্রান্ত ও সন্দেহভাজন রোগীর বিষয়ে জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং এরূপ ঘটনায় দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেইসঙ্গে ভীতি সঞ্চার না করে এ-বিষয়ে অন্য সবাইকে অবহিত করতে হবে।

৫.৪.১ কোভিড-১৯-এর উপসর্গ দেখা দিলে কর্মক্ষেত্রে না যাওয়া:

কোভিড-১৯-এর উপসর্গ দেখা দিলে, কর্মক্ষেত্রে না আসতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে উৎসাহিত করবে। এক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্টভাবে শ্রমিকদেরকে জানিয়ে দেবে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের এ ধরনের অনুপস্থিতিকে স্ব-বেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি বা বিশেষ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ-কারণে চাকরিতে তাদের কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বেনা।

৫.৪.২ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ:

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করবে যে, শ্বাসকষ্টসহ গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিলে শ্রমিকরা সাম্প্রতিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও শারীরিক উপসর্গের বিবরণ জানাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগে কল করবেন। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, শ্রমিকদের অবহিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে, নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে:

- এরূপ উপসর্গ অবহিতকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা জনসমাগমস্থলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে যার মধ্যে কোভিড-১৯ হটলাইন নাম্বারের উল্লেখ থাকবে;
- সকল হটলাইনের নাম্বার এবং অবহিতকরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীদের মুঠোফোনে কিংবা ক্ষুদেবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে জানানো যেতে পারে;
- কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহভাজন কর্মীর জন্য প্রয়োজনে মেডিকেল টেস্টের ব্যবস্থা করা;

- মেডিক্যাল-সেবা এবং মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ সংক্রান্ত ত্বরিত সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদেরকে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তথ্য ও লিংক সরবরাহ করা;
- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রতিবেদন, সর্বশেষ তথ্য এবং নির্দেশনা পেতে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন এবং হেল্প-ডেস্ক-এর সঙ্গে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ রক্ষা।

৫.৪.৩ কোভিড-১৯-এর লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির জনবিচ্ছিন্নকরণ (আইসোলেশন):

কোভিড-১৯-এর লক্ষণযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে তাকে আলাদা ও জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়োগকর্তা কোভিড-১৯ থেকে কর্মস্থলকে সংক্রমণমুক্ত এবং উপসর্গধারীকে জনবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করবেন:

- কোভিড-১৯-এর লক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য স্ক্রিনিং-পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- কর্মক্ষেত্র জীবাণুমুক্ত রাখার আয়োজন থাকতে হবে এবং যারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিবিড় সান্নিধ্যে যায় তাদেরকে কঠোর স্বাস্থ্য-নজরদারিতে রাখতে হবে;
- আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টিনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অথবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত নির্দেশাবলি মেনে চলার জন্য বলতে হবে;
- কোয়ারেন্টিন এলাকা সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে;
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন অঞ্চল ভ্রমণকারী কিংবা করোনা-পজিটিভ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা কর্মীদেরকে সংগনিরোধ ব্যবস্থা মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;
- আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ভ্রমণ না করে থাকলেও জ্বর এবং কাশির উপসর্গযুক্ত কোনো শ্রমিককে বাড়িতে অবস্থান করতে অথবা বাড়িতে অবস্থান করে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করতে হবে;
- কোভিড১৯-আক্রান্ত মর্মে সন্দেহ হলে জরুরি ভিত্তিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;
- জরুরি ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে;
- আইসোলেশন এলাকায় চলাফেরার ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যা সীমিত করতে হবে এবং বাইরে এ-বিষয়ে নোটিশ টানিয়ে দিতে হবে;
- যেসব শ্রমিক অসুস্থ ব্যক্তির সান্নিধ্যে (৬ ফুট দূরত্বের মধ্যে) যায় কিংবা কাজের নিমিত্ত বারংবার অসুস্থ ব্যক্তির সান্নিধ্যে যেতে হয় তাদেরকে যথাযথ প্রকৌশল ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (Engineering and administrative control), নিরাপদ কর্মপদ্ধতি অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে;
- আক্রান্ত ব্যক্তি যাঁরা আইসোলেশনে আছেন তাদের জন্য পর্যাপ্ত ছুটি এবং যথোপযুক্ত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে;
- আক্রান্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে যারা এসেছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

৫.৪.৪ কর্মস্থল জীবাণুমুক্তকরণ:

কোভিড-১৯ জীবাণুমুক্তকরণে নিয়োগকর্তাকে আবশ্যিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত জাতীয় নির্দেশিকা অনুসারে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জীবাণুমুক্তকরণ পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিংবা কাজ শুরুর পূর্বে প্রত্যেক বার জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতির প্রয়োগ;
- জীবাণুমুক্তকরণ কালে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার এবং সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ (যেমন-একবার ব্যবহারযোগ্য গ্লাভস্, একই কাপড়ে তৈরী সুরক্ষা জামা, মাস্ক ইত্যাদি) গ্রহণ;

- এলাকা-জীবাণুমুক্তকরণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় যে-বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে তা হলো -অগ্রাধিকার, সময় ও জীবাণুমুক্তকরণ-সংখ্যা;
- পরিকল্পনায় ব্যক্তি- জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে - সময় এবং কর্মাচার (যথা: কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় জুতার তলা রাসায়নিক স্প্রে দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ)।
- কর্মস্থল অধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশমান সকল যানবাহন জীবাণুমুক্তকরণ।

৫.৪.৫ গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের বিশেষ যত্ন:

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষায় নিয়োগকর্তাকে জাতীয় নির্দেশিকা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

- গর্ভবতী কর্মীদের কোভিড-১৯ হতে নিজেদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে (যেমন-শারীরিক দূরত্ব বজায়, কারো সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি)।
- কোভিড-১৯-আক্রান্ত স্তন্যদানকারী মায়েদের সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা (যেমন-স্তন্যদানের আগে হাত ধোয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করা, তাদের স্পর্শকৃত কোনো কিছুর তল বা পৃষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার করা ইত্যাদি)।

৫.৪.৬ শিশুপরিচর্যা কেন্দ্রের বিশেষ যত্ন:

যেসকল কর্মক্ষেত্রে শিশু লালনকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে:

- শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে অথবা সুবিধাজনক স্থানে হাত ধোয়ার সুব্যবস্থা রাখা;
- শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের ওয়াশরুমে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/পর্যাপ্ত সাবান রাখা এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া নিশ্চিত করা;
- সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু পরিচর্যা কক্ষে পরিষ্কার পোশাক পরিয়ে শিশুদের পোশাক পরিবর্তন করা;
- মায়েদের কমপক্ষে দু'টি পোশাক আনতে উৎসাহিত করা, যাতে শিশু পরিচর্যা কক্ষের ভেতরে পোশাকটি পরিবর্তন করা যায়;
- একটি থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা শিশু এবং পরিচারকদের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা;
- অস্বস্তিবোধ/জ্বর/সর্দি দেখা দিলে মা/সন্তানদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা;
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা সম্পর্কে শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিতদেরকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশু পরিচর্যা কক্ষের বিছানা-সেট (বেডশিট, বালিশের কভার, তোয়ালে ইত্যাদি) এবং খেলনা ঘন ঘন পরিষ্কার করা;

৬ উপসংহার:

নোভেল করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে নতুনভাবে সৃষ্ট একটি গুরুতর অবস্থা শুধুমাত্র তখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে যখন সরকার, সামাজিক সংগঠন, সমিতি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দৃঢ় সামাজিক সংলাপ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি জাতীয় সমন্বিত উদ্যোগের বিকাশ ঘটবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ স্বাস্থ্য-সংকটসহ নেতিবাচক আর্থসামাজিক প্রভাব নিরসনে অনেক বিষয় ও ক্ষেত্রে এখন প্রয়োজন ঐকমত্য। পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় ত্বরমাণতা সুসংহত করে ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১:
করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

দেশে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯)-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নবর্ণিত ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন :	
১)	করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
২)	লুকোচুরির দরকার নেই। করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।
৩)	পিপিই সাধারণভাবে সকলের পরার দরকার নেই। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
৪)	কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, এ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
৫)	যাঁরা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাঁদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।
৬)	নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।
৭)	নদীবেষ্টিত জেলাসমূহে নৌ-এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮)	অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে।
৯)	পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। সারাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।
১০)	আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
১১)	ত্রাণ কাজে কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।
১২)	দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে-খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।
১৩)	সোশ্যাল সেফটি নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
১৪)	অর্থনৈতিক কর্মকা- যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।
১৫)	খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে।
১৬)	সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে, যাতে বাজার চালু থাকে।

১৭)	সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
১৮)	জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে, যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদযাপন করতে হবে।
১৯)	স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের সকল স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সকলকে নিয়ে কাজ করবে।
২০)	সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরচালনা করবেন।
২১)	জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।
২২)	সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন : কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
২৩)	প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২৪)	দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
২৫)	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
২৬)	আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্য শস্যসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।
২৭)	কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।
২৮)	সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখবেন।
২৯)	শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।
৩০)	গণমাধ্যম কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ সৃষ্টি রাখতে হবে।
৩১)	গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে। ডিজিটাল প্লাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিশিষ্ট-২: কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৩৩,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	২০,০০০
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১২,৭৫০
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১০০
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০৩
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	২৫১
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,২৫৮
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	বোরো ধান/চাল ক্রয় কার্যক্রম (অতিরিক্ত দুই লক্ষ মেঃ টন)	৮৬০
১৪	কৃষিকাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৫	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০
১৬	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৫,০০০
১৭	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৮	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে।	২,০০০
১৯	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	২,০০০
২০	Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector	২,০০০
	মোট :	**১১১,১৩৭**
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার :	**১৩,০৭৫**
	জিডিপি'র শতাংশ :	**৪.০**

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-৩:
কোভিড-১৯ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রমমানদণ্ড

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কনভেনশন, ১৯৮১ (নং-১৫৫) : পেশাগত ঝুঁকিহ্রাসের দায়িত্ব নিয়োগকর্তার। শ্রমিকদের বিনামুল্যে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত পরিধেয় পোশাক এবং সুরক্ষা-সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- চিকিৎসাসেবা এবং অসুস্থতাজনিত সুবিধা সংক্রান্ত রিকমেন্ডেশন, ১৯৬৯ (নং-১৩৪): যে-সকল শ্রমিক কোয়ারিনটিন অথবা চিকিৎসা গ্রহণার্থে কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিত এবং যাদের বেতন প্রদান স্থগিত রয়েছে তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান করা সমীচীন।
- শ্রমিকদের পারিবারিক দায়িত্ব সংক্রান্ত রিকমেন্ডেশন, ১৯৮১ (নং-১৬৫): শ্রমিকের একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যদি কারো ঐ শ্রমিকের সেবা ও সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ঐ শ্রমিককে ছুটি মঞ্জুর করা উচিত।
- স্ববেতন ছুটি বিষয়ক কনভেনশন (রিভাইজড), ১৯৭০ (নং-১৩২): শ্রমিকদের বাৎসরিক ছুটি ভোগ, নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং বাৎসরিক ছুটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক শ্রমিকদের মতামত গ্রহণপূর্বক তা নির্ধারণ করা সমীচীন।
- বেকারত্ব নিরসনে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়াস এবং চাকুরির নিরাপত্তা কনভেনশন, ১৯৮৮ (নং-১৬৮): কোভিড-১৯-এর কারণে যে-সকল শ্রমিক সাময়িকভাবে বরখাস্ত, অবনমিত বা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন তাদেরকে বেকার ভাতা প্রদান অথবা আয় করতে না পারার কারণে ক্ষতিপূরণ দেয়া প্রয়োজন।
- মজুরি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৪৯ (নং-১৭৫) : নিয়মিতভাবে মজুরি পরিশোধ করা একান্ত আবশ্যক। কর্ম সংক্রান্ত নিয়োগ-চুক্তির অবসানে পাওনা মজুরির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কিংবা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে।
- শান্তি এবং সহনশীলতার জন্য কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মপরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন ২০১৭ (নং-২০৫): কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ এবং সামাজিক সংলাপ অত্যাবশ্যক।

আইএলও স্ট্যান্ডার্ড এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, প্রায়শ-জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ) সংবলিত একটি গাইড আইএলও তৈরি করেছে। বিকল্প হিসেবে, ব্যবসায়ীগণ আন্তর্জাতিক শ্রমমান সম্পর্কিত ব্যবসায়ের জন্য আইএলও হেল্পডেস্ক ফর বিজনেস অন ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্ট্যান্ডার্ডস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিশিষ্ট-৪:
কর্মস্থলে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে স্ট্যান্ডার্ড ওপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মস্থলে কোভিড-১৯-এর মতো বৈশ্বিক মহামারীকে পেশাগত ব্যাধি হিসেবে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছে। কোভিড-১৯-জনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য, আইএলও নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করেছে:

১. নিয়োগকারী-কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি
২. কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন
৩. কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য যথাযথ তথ্য-সংগ্রহ
৪. 'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা প্রণয়ন
৫. 'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা'র বাস্তবায়ন-অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

এই এসওপি (প্রমিত কর্মপ্রকরণ) কোভিড-১৯-সংশ্লিষ্ট পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ বিবৃত করেছে।

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বসমূহ:

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারার্থে গৃহীত বা গ্রহণীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী-কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এ প্রেক্ষাপটে, কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে নিয়োগকারীর স্বীয় প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন যা কর্মস্থলের কর্মিগণের আস্থা অর্জনে এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত কার্যাদেশ প্রতিপালনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সার্বিক ব্যবসা ও শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুরক্ষাবিধানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী-কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রয়াস একান্ত কাম্য। এক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রকাশের অভিজ্ঞান হতে পারে - "কোভিড-১৯-এর এই ক্রান্তিকালে

- আমাদের জীবন ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর", "আসুন! করোনা-দুর্যোগে আমরা নিজেদের ও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে একাত্মতায় কাজ করি।"

কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিয়োগকারী-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি অংশগ্রহণমূলক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করা প্রয়োজন।

টিমের গঠন

'কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম', ৫-১০ সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হতে পারে, যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিগণ থাকতে পারেন। তবে, নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধির স্থলে অন্য কারো অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সীমিত থাকবে না।

১. নিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

২. শ্রমিকদের এক বা একাধিক প্রতিনিধি (ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ)

৩. সেইফটি কমিটির এক বা একাধিক সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৪. অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতিনিধি

৫. পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ শ্রমিক কল্যাণ কর্মকর্তা (প্রাপ্তিসাপেক্ষ)

৬. স্বাস্থ্যকেন্দ্র/সহায়ক প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক প্রতিনিধি (প্রাপ্তিসাপেক্ষ)

উক্ত টিমের গঠনপ্রকৃতি অংশগ্রহণমূলক হওয়া প্রয়োজন।

সিসিএমটি'র দায়িত্ব ও আওতা:

কর্মস্থলে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাদি তদারকির জন্য 'কোভিড-১৯ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম' একটি সাময়িক কাঠামো। উক্ত টিম সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তদারকি করবে:

- স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ স্থানিক কর্মব্যবস্থার তদারকি এবং কর্মীদের জরুরি তথ্যাদি অবহিতকরণ।
- ব্যবসা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকিনিরূপণ।
- ব্যবসার স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিতকরণ এবং শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার সঙ্গে সংগতি রেখে একটি 'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা' (বিসিপি) প্রণয়ন, কিংবা প্রণীত পরিকল্পনার পর্যালোচনা।
- কর্মস্থল-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও অন্যান্য ব্যক্তির কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ-ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কর্মস্থলে স্বাস্থ্যবিধি পরিচর্যার উন্নয়ন এবং সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত নীতির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণবাবদ ব্যবসায়িক দায় নিরূপণ, বিশেষকরে যে-সকল খাতে শ্রমিকদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।
- সে সব মালিক এবং বাণিজ্যিক সংগঠনের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ যারা ব্যবসার সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে অবহিতকরণে, ব্যবসা টেকসইকরণে বা ব্যবসায় স্বাভাবিকত্ব প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।
- 'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা (বিসিপি)'র বাস্তবায়ন-অগ্রগতির পরিবীক্ষণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে এর পরিমার্জন বা প্রয়োজনানুগ সংশোধনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ প্রদান।

কর্মপরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ

কর্মস্থলে কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নির্দেশনার সঙ্গে সংযোজিত কর্মবীক্ষণ-তালিকা (একশন চেকলিস্ট) হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা-উপকরণ। কর্মস্থলে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে এবং কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে মালিক, সুপারভাইজার ও শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত সিসিএমটি কর্তৃক এই উপকরণটির ব্যবহার আবশ্যক। সিসিএমটি'র প্রথম কাজ হবে কর্মবীক্ষণ-তালিকার (একশন চেকলিস্ট) সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় ও একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

যে-সকল প্রতিষ্ঠানে সিসিএমটি গঠন করা হয়েছে সেখানে উক্ত কর্মবীক্ষণ-তালিকা ব্যবহারক্রমে কোভিড-১৯ বিস্তারের ঝুঁকি-নিরূপণ করতঃ তৎপরিপ্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

চেকলিস্ট ব্যবহার প্রক্রিয়া:

১. ইতোমধ্যে সিসিএমটি গঠিত না হয়ে থাকলে - সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, সুপারভাইজার, শ্রমিক-প্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সমন্বয়ে টিম গঠন করুন।

২. চেকলিস্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রহণীয় উদ্যোগ সম্পর্কে উক্ত টিমকে ধারণা দিন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।

৩. চেকলিস্ট সম্পূর্ণ করুন এবং আপনার প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করুন।

৪. টিম হিসেবে, কী কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত এবং কে কোন দায়িত্ব কখন পালন করবে, তা পরিকল্পনাভুক্ত করুন। প্রায়োগিক উদ্যোগ গ্রহণার্থে পন্থা নির্ধারণে প্রয়োজনে ফোকাল পার্সন/ম্যানেজার/শ্রমিক প্রতিনিধি'র সঙ্গে পরামর্শ করুন।

   ক) ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকলে - 'হ্যাঁ' চিহ্নিত করুন

   খ) পদক্ষেপ গৃহীত না হয়ে থাকলে - 'না' চিহ্নিত করুন

   গ) সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না'-বাচক উত্তর প্রদান দুরূহ বা বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হলে - মন্তব্যের ঘরে বিষয়টি লিখুন

   ঘ) কোন কার্যক্রম সম্পন্ন করার সময়সীমা 'তারিখ'-এর ঘরে উল্লেখ করুন। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে উক্ত ঘরে সম্পাদনের তারিখ লিখুন

   ঙ) কোনো মন্তব্য, কোন অবস্থার বর্ণনা কিংবা কোনো সুপারিশ করার জন্য মন্তব্যের ঘরটি ব্যবহার করুন।

৫. হ্যাঁ ও না চিহ্নিত বিষয়গুলো আবার দেখুন। আপনার যুক্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাছাইক্রমে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজান। চাইলে, অগ্রাধিকার লেভেলগুলোকে ১, ২, ৩ (সর্বোচ্চ, মাঝামাঝি, নিম্ন) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন।

৬. চেকলিস্ট সম্পন্ন করার অব্যবহিতপর ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশ তৈরি করতে সিসিএমটি'র সঙ্গে দলভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করুন। ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এরূপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

৭. ধারাবাহিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণার্থে গ্রুপভিত্তিক আলোচনার ফলাফল ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করুন।

কোন বিষয়ে ধারণা অস্পষ্ট বোধ হলে, সিসিএমটি নির্দ্বিধায় তা স্পষ্টীকরণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, জাতীয় সেইফটি (নিরাপত্তা) সংগঠন, জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমিতি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহকে বলতে পারে ।

কর্মবীক্ষণ-তালিকাটি (একশন চেকলিস্টটি) প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগের সমন্বয়ানুগতা বিবেচনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কর্মস্থলে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সিসিএমটি প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয় চেকলিস্টে সংযোজন করতে পারে।

‘ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

কর্মবীক্ষণ-তালিকা (একশন চেকলিস্ট) ব্যবহারক্রমে ঝুঁকি-নিরূপণপূর্বক ‘ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা’ গ্রহণের জন্য কর্মস্থল-সংশ্লিষ্ট ‘কোভিড-১৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টিম’-কে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য আইএলও-প্রণীত ব্যবসা চালু রাখা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সহায়িকাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছয়ধাপবিশিষ্ট ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা’র প্রণয়ন-উপকরণ যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যোগাবে তা নিম্নরূপ:

১. ব্যবসার ঝুঁকি ও নাজুকতার মাত্রা নিরূপণ, এবং
২. ব্যবসার ঝুঁকি ও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন।

উক্ত সহায়ক উপকরণের লক্ষ্য হলো মানুষ, কর্মপ্রক্রিয়া, মুনাফা, ও অংশীদারিত্বের ওপর কোভিড-১৯-এর অভিঘাতের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকিরূপরেখা (risk profile) প্রণয়ন এবং নাজুকতাপর্যায় নিরূপণ:

- **মানুষ** (people): শ্রমিক ও পরিবারের জীবন
- **কর্মপ্রক্রিয়া** (process): প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনা পদ্ধতি
- **মুনাফা** (profits): আয়বর্ধন
- **অংশীদারিত্ব** (partnership): ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পরিবেশ-আনুকূল্য

'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা' প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত নমুনা-ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা	
ক) নাম, ঠিকানা, ব্যবসার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি	এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হবে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম, কার্যক্রম/উৎপাদনের ধরন, নিবন্ধননম্বর এবং যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা ও ফোন-নম্বর
খ) প্রধান পণ্য এবং সেবা	আপনার কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য কিংবা সেবা কী কী? নিম্নোক্ত নির্ণায়ক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিন: ■ তদুদ্ভূত আয়ের অংশ কত; ■ তদুদ্ভূত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকসংখ্যা কত; ■ সরবরাহ-অপারগতায় ক্ষতি - আর্থিক, উৎপাদনশীলতার এবং ব্যবসায়ীক সুনামের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক পরিণাম
গ) পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	এই পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আপনি কী লক্ষ্য অর্জন করতে চান? মানুষ, কর্মপ্রক্রিয়া, মুনাফা, এবং অংশীদারিত্বের নিরিখে সেগুলোর তালিকা করুন। (যেমন: মানুষের সুরক্ষা, মুনাফা টেকসইকরণ, এবং কার্যপ্রক্রিয়া ও অংশীদারিত্ব বজায় রাখা)
ঘ) কারখানা/প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিঘাত	■ অগ্রহণযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কতদিন কাজ বন্ধ রাখা যেতে পারে? ■ কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ কার্যপ্রক্রিয়া অবশ্যিকভাবে চালু রাখতে হবে? ■ মূল কার্যক্রম পরিচালনা করতে কী কী কাঁচামাল/দ্রব্যাদি/ সম্পদ, সরবরাহকারী, অংশীদার এবং ঠিকাদার প্রয়োজন?
ঙ) ব্যবসা-সুরক্ষায় কর্মোদ্যোগ	ঝুঁকিনিরসন উদ্যোগের আওতাভুক্ত হবে: ■ মানুষ ■ কর্মপদ্ধতি ■ মুনাফা ■ অংশীদারিত্ব কর্মবীক্ষণ-তালিকা (একশন চেকলিস্ট) এবং নির্দেশমালা (গাইডলাইন) থেকে প্রয়োজনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (যেমন: শারীরিক দুরত্ব বজায়, বিকল্প কার্যপ্রকরণ গ্রহণ, অসুস্থ শ্রমিকের সুরক্ষা ইত্যাদি)
চ) জনসংযোগ-তালিকা	অধিকাংশ সমন্বয়-কার্যক্রম দৈহিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা যেতে পারে (যেমন: মোবাইল, ভাইবার কিংবা হোয়াটসএ্যাপ কল, জুম মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে)। সকল গূরত্বপূর্ণ অংশিজনের হালনাগাদ এবং সঠিক তালিকা ও তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

এই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া মাত্র আবশ্যিকভাবে সকল শ্রমিক, ঠিকাদার, সরবরাহকারীকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং প্রত্যেককে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বাবলি এবং কী করণীয় আর কী করণীয় নয় - তদ্বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এই SOP'র রেফারেন্স অধ্যায়ে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রণিধানযোগ্য।

'ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা'র বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনা/অ্যাকশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সিসিএমটির ওপর বর্তায়। তবে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য অনুরূপ অন্য দলকে (যেমন: অংশগ্রহণকারী কমিটি) নিযুক্ত করতে পারেন। উভয়ক্ষেত্রেই, পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন এবং সময়ে সময়ে বিসিপি সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্মবীক্ষণ-তালিকা (অ্যাকশন চেকলিস্ট) ব্যবহার করা যেতে পারে। এজাতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনের দালিলিক ভিত্তি আবশ্যক এবং তা সিসিএমটি বরাবর এবং একই অনুক্রমে ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের উচ্চপর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে। সিসিএমটির জন্য সংগত হবে তাদের ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার পরিকল্পনায় অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে সরকারের (যেমন: ডাইফ) পরামর্শ গ্রহণ করা।

পরিশিষ্ট-৫:
কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক (ILO, WHO) এবং জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত চেকলিস্ট।

১ অনুচ্ছেদ

১. নীতি, পরিকল্পনা এবং সংগঠন

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
১.১ নীতি					
১.১.১ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কোভিড-১৯-এর ঝুঁকিহ্রাস এবং শ্রমিক-সুরক্ষার লক্ষ্যে, একটি প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করছেন কিনা?					
১.১.১.১ বিবেচনার ক্ষেত্রে - উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রণীত হয়েছে কিনা?					
১.১.২ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি প্রস্তুতি ও প্রতিকরণীয় পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করছেন কিনা?					
১.১.২.১ অনুধাবনের ক্ষেত্রে - প্রস্তুতি ও প্রতিকরণীয় পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে কিনা?					
১.১.৩ উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচিত হয়েছে কি না - ■ সকল কর্ম-এলাকা; ■ সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক কর্তৃক সম্পাদিত কাজ; এবং ■ সম্ভাব্য অনুগমনীয় বিপৎসংকুল উৎস?					
১.১.৪ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিকরণীয় পরিকল্পনায়, পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা?					
১.১.৫ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক (WHO, ILO) এবং জাতীয় কতৃর্পক্ষের তথ্যসমৃদ্ধ নির্দেশনা রয়েছে কিনা?					

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
১.১.৬ ম্যানেজমেন্ট কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কোনো সংকট-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে কিনা?					
১.১.৬.১ যদি হ্যাঁ হয় - ম্যানেজমেন্ট, শ্রমিক, সেইফটি কমিটি/ অংশগ্রহণকারী কমিটি (প্রযোজ্যতানুসারে) ও স্বাস্থ্য-সেবাকর্মীদের প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে রয়েছে কিনা?					
১.১.৭ উক্ত কমিটির জন্য কোনো কার্যপরিধি নির্ধারিত রয়েছে কিনা?					
১.১.৮ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ কমিটি (প্রযোজ্যতানুসারে) স্ব স্ব সংগঠন/জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে কিনা - যারা কর্মক্ষেত্রে ভাইরাস-উদ্ভূত ঝুঁকি-প্রতিরোধ-সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তথ্য-উপকরণ প্রস্তুত কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকতে পারে?					
১.২ পরিকল্পনা ও সংগঠন					
১.২.১ কোভিড-১৯-উদ্ভূত পরিস্থিতির হালনাগাদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য (জাতীয় অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্য কতৃর্পক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত) শ্রমিকদের অবহিতির জন্য কোনো পরিকল্পনা/পদ্ধতি রয়েছে কিনা?					
১.২.১.১ যদি থাকে - তবে, উক্ত পরিকল্পনায় তথ্য সরবরাহের জন্য গণমাধ্যম/চ্যানেল এবং তৎসহ পিএ সিস্টেম/নোটিশ বোর্ড /লিফলেট/ পোস্টার/মোবাইল বার্তা ইত্যাদি ব্যবহারের নিমিত্ত চিহ্নিত রয়েছে কিনা?					
১.২.২ সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমন্বিতক্রমে আপৎকালীন এবং ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন-চলমানতা পরিকল্পনায় (Business Continuity Plan) (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা?					
১.২.৩ আপৎকালীন এবং ব্যবসার নিরবচ্ছিন্ন-চলমানতা পরিকল্পনায় (যদি থাকে) অন্যান্য শ্রম সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়সহ সংকুচিত শ্রমশক্তি দ্বারা করণীয় ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?					
১.২.৪ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/কমিটি কর্মস্থলের সকল ঝুঁকি সনাক্তক্রমে তৎসংক্রান্ত মানচিত্র প্রণয়ন করেছে কিনা?					

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
১.২.৫ ম্যানেজমেন্ট/কমিটি কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে সকল স্তরের ব্যবস্থাপনা-কর্মচারী, অত্যবশ্যকীয়তা-বহির্ভূত কর্মে ও ডেস্ক-কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী সমন্বয়ে টেলিওয়ার্কিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা?					
১.২.৬ যদি টেলিওয়ার্কিং সাধ্যসম্মত না হয়, সেই ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট/কমিটি (যা প্রযোজ্য) বৃহদাকার কর্মী-সমাগম এড়াতে কাজের পালাক্রম প্রবর্তন করেছেন কিনা?					
১.২.৭ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ সংক্রান্ত নিশ্চিত কিংবা সন্দেহজনক কোনো ঘটনা সনাক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে ম্যানেজমেন্ট/কমিটি (যা প্রযোজ্য) কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে কিনা?					
১.২.৭.১ যদি হ্যাঁ হয় - পরিকল্পনাটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জাতীয় নির্দেশনাসমূহের ভিত্তিতে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে কিনা যা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করে - ■ প্রতিবেদন (দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট ও প্রকাশ-সংখ্যা ইত্যাদি); ■ পরিবীক্ষণ (প্রতিটি ঘটনা, কর্মচারী যারা সন্দেহভাজন/নিশ্চিত সংক্রমিত শ্রমিকের সংস্পর্শে এসেছে); এবং ■ জীবাণুমুক্তকরণ (কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র)?					
১.২.৮ ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় মানদণ্ড অনুসারে, বৈতনিক পীড়া-ছুটি, অসুস্থতাজনিত সুবিধা, এবং বীমা আওতার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছে কিনা?					
১.২.৮.১ যদি হ্যাঁ হয় - এটি সকল শ্রমিককে জানানো হয়েছে কিনা?					
১.২.৯ ম্যানেজমেন্ট/কমিটি (যা প্রযোজ্য) কোভিড-১৯ প্রতিরোধ-কৌশল ও পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য কোনো পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন কিনা?					
১.২.৯.১ যদি হ্যাঁ হয় - পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা? ■ প্রতিবেদন পদ্ধতি (দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট ও প্রকাশ- সংখ্যা ইত্যাদি)। ■ দক্ষতা ও প্রাসঙ্গিকতা যাচাই।					

২ অনুচ্ছেদ

২. ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
২.১ ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা নীতি					
২.১.১ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/কমিটি (যা প্রযোজ্য) নিম্নোক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ করেছেন কিনা? ■ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক, ঠিকাদার, গ্রাহক এবং দর্শনার্থীদের পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ বা মিথস্ক্রিয়া; এবং ■ কর্মপরিবেশ-সম্পৃক্ত সংক্রমণ ঝুঁকি					
২.১.২ নিরূপিত ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনায় প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ (তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিনা?					
২.২ যোগাযোগ / প্রচার					
২.২.১ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ঝুঁকি-প্রতিরোধ সংক্রমণের ক্ষেত্রে কিভাবে আচরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে গৃহিত পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট, শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে কিনা?					
২.২.২ প্রশিক্ষণটি কি প্রদান করা হয়েছে কিনা?					
২.২.৩ উচ্চ ঝুঁকিতে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)-এর সঠিক ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিনষ্টকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা?					
২.২.৪ এই মর্মে শ্রমিকরা কি অবগত রয়েছে যে - ■ যদি জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য সমাসন্ন ও গুরুতর কোন বিপদসংকুল কর্মপরিবেশের প্রকাশ ঘটে তবে, উক্ত কর্মপরিবেশ থেকে জাতীয় আইন ও প্রচলিত কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অপসাররিক হওয়ার অধিকার তারা প্রত্যেকে সংরক্ষণ করে; এবং ■ এইরূপ সমাসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদেরকে অবিলম্বে পরবর্তী ঊর্ধ্বতন সুপারভাইজারকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে?					
২.২.৫ বিতরণকর্মী, ট্রাকচালক এবং অন্যান্য পরিবহন শ্রমিক এই মর্মে অবহিত কিনা - ■ ক্রেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হ্রাস করা; এবং ■ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যপরিচর্যা সুনিশ্চিত করা যেমন, হাত ধোয়া ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা?					

২.২.৬ শ্রমিকরা যারা ক্রেতা/সরবরাহকারী/ঠিকাদার/ অতিথিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন, সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট তাদেরকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করেছেন কিনা?					
২.২.৭ ম্যানেজমেন্ট, অপরিহার্য না হলে, ভ্রমণ পরিহার বা সীমিত করেন কিনা?					
২.২.৮ ম্যানেজমেন্ট ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণ পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে (ভ্রমণের সকল পর্যায় এবং বিভিন্ন কর্মবণ্টনে) কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি নিরূপণ করেন কিনা?					
২.২.৯ কমিটি/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পিএ-সিস্টেম, অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম, ইন্টারনেট অথবা যখন সম্ভব নয় টেলিফোনে শ্রমিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন কিনা?					
২.২.১০ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল স্তরের শ্রমিকের সঙ্গে যথাযথভাবে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয় কিনা? ■ উদ্ভূত যেকোন মনোসামাজিক ঝুঁকি; ■ নতুন বিন্যাসের কর্মকাঠামো; ■ খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, ঘুম, শরীরচর্চা, এবং বন্ধু ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কসহ স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনাচরণের উন্নয়ন ও সুরক্ষা।					
২.২.১১ কর্মক্ষেত্রে প্রচারণামূলক উপকরণ (নোটিস, পোস্টার, লিফলেট, অডিও-ভিজুয়াল) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা হয় কিনা?					

৩ অনুচ্ছেদ

৩. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
৩.১ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ					
৩.১.১ জাতীয় নির্দেশনা অনুসরণক্রমে এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তির শারীরিক দূরত্ব ন্যূনতম ০১ মিটার (০৩ ফুট) রেখে কাজের জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?					
৩.১.২ নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? ■ সামনাসামনি সভা পরিহার; ■ ফোন কল, ই-মেইল, ভার্চুয়াল মাধ্যমের অগ্রাধিকার; ■ জরুরি প্রয়োজনে সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো স্থান সংরক্ষণ।					
৩.১.৩ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর চর্চা হয় কিনা? ■ শ্রমিক/কর্মচারী, ক্রেতা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত এবং সহজগম্য স্থান সুরক্ষণ, যেখানে তারা সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধৌত করতে পারে; ■ স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্তকরণ: এবং ■ হাতধোয়া সংস্কৃতি চালুকরণ।					
৩.১.৪ স্যানিটাইজিং হ্যান্ডরাব ডিসপেনসার: ■ কর্মক্ষেত্রের আশেপাশে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে রাখা হয় কিনা? ■ নিয়মিত তা পুনরায় পূর্ণ করা হয় কিনা?					
৩.১.৫ পরিচ্ছন্নতার নিম্নোক্ত নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন করা হয় কিনা? ■ ঘনঘন স্পর্শ করা হয় এমন পৃষ্ঠতল যেমন ডেস্ক ও ওয়ার্কস্টেশন, দরজার হাতল, টেলিফোন, কি-বোর্ড এবং অনুরূপ কাজের জিনিস-পত্র নিয়মিত জীবাণুনাশক দ্বারা দৈনিক (ন্যূনতম দুইবার) মুছে পরিস্কারকরণ। ■ সাধারণ স্থানসহ শৌচাগার, সিঁড়িঘর ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুমুক্তকরণ। ■ স্বাস্থবিধি মেনেচলার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সংস্কৃতি চালুকরণ।					

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
৩.১.৬ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, কাজের ওপর ভিত্তি করে, ম্যানেজমেন্ট পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকারী সেবা-প্রতিষ্ঠান নিযুক্তির বিষয় বিবেচনা করছেন কিনা?					
৩.১.৭ কক্ষ ও কার্যস্থলসমূহ যেখানে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি অত্যধিক, সেখানে বায়ু নিঃসরণ-ব্যবস্থা এবং পরিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?					
৩.১.৮ ম্যানেজমেন্ট কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বিষয়ক নিয়ম-কানুন যেমন কাশি বা হাঁচির সময় কনুই বাঁকিয়ে বা টিস্যু দিয়ে মুখ এবং নাক ঢেকে রাখা ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার কিংবা এরূপ চর্চা চালু করেছেন কিনা?					
৩.১.৯ ম্যানেজমেন্ট কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় এবং যতদূর সম্ভব সমাগমপূর্ণ কাঠামো বিন্যাস থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট কিনা?					
৩.১.১০ যাদের মধ্যে সর্দি, কাশি ও শরীরে তাপমাত্রার লক্ষণ দেখা দেয়, তাদের জন্য নিম্নোক্ত উপকরণ সরবরাহ করা হয় কিনা? ■ উপযুক্ত ফেসমাস্ক। ■ টিস্যু-পেপার। ■ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তা পরিত্যাগের জন্য ঢাকনাযুক্ত বিন।					

৪ অনুচ্ছেদ

৪. সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা

বিবেচ্য বিষয়	হ্যাঁ	না	অগ্রাধিকার	সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
৪.১ সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা					
৪.১.১ কোভিড-১৯-এর সন্দেহজনক এবং নিশ্চিত সংক্রমণ ঘটনার ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য আয়োজনের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (মানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতি) রয়েছে কিনা?					
৪.১.২ ম্যানেজমেন্ট কি - ■ কোভিড-১৯-এর উপসর্গযুক্ত সন্দেহভাজন শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে না আসতে উৎসাহ প্রদান করে? ■ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণের জন্য শ্রমিকদের উৎসাহিত করেন? ■ শ্বাসকষ্টসহ গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা ঘটলে সাম্প্রতিক ভ্রমণবৃত্তান্ত ও শারীরিক উপসর্গের বিবরণ জানিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী অথবা স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগে যোগাযোগ করতে শ্রমিকদের পরামর্শ প্রদান করে?					
৪.১.৩ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবাস্থলে স্থানান্তরিত করার পূর্বে কর্মস্থলে তাকে পৃথক (আইসোলেশন) রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা?					
৪.১.৪ কর্মক্ষেত্র, এবং স্বাস্থ্য-নজরদার যারা সন্দেহভাজন/ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে, তাদেরকে জীবাণুমুক্তকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?					
৪.২ নিশ্চিত COVID 19- সংক্রমিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা					
৪.২.১ চিকিৎসা-সেবার সঙ্গে সমন্বয়ক্রমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো আয়োজন আছে কি?					
৪.২.২ আক্রান্ত শ্রমিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থের অবস্থা গোচরিভূত রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা?					
৪.২.৩ কোভিড-১৯ সংক্রমণের নিশ্চিত ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ ডাইফ (DIFE) এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কিনা?					

পরিশিষ্ট-৬: SOP অনুযায়ী RMG কারখানা নিয়মিত পরিদর্শন চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

RMG কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট
প্রথম খণ্ড

ক) সাধারণ তথ্যাবলী:

কারখানার নাম :----------
পূর্ণ ডাক ঠিকানা :----------
ডাকঘর :---------- থানা :----------
জেলা :----------
মোবাইল নং :---------- ফোন নং :----------
ই মেইল : ----------

প্রধান কার্যালয় :----------
ডাকঘর :---------- থানা :----------
জেলা :----------

কারখানার ধরন (সেক্টর)

কারখানা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য:

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	পদবী	জাতীয়তা ও এনআইডি/ পাসপোর্ট	ফোন নং	ই-মেইল (ঐচ্ছিক)
১।							
২।							
৩।							
৪।							
৫।							

রেজিস্ট্রেশন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক: রেজিঃ/লাইসেন্স নং:---------- তারিখ:---------- নবায়ন:---------- ক্যাটাগরী:----------

শ্রমিকগণের রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন: (শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক): ---------- ---------- ---------- -------

অন্যান্য রেজিস্ট্রেশন:

বিষয়ঃ		**রেজিঃ নং:**	**তারিখ:**	**নবায়ন:**	**ক্যাটাগরী:**
ট্রেড লাইসেন্স	:	----------	----------	----------	----------
ফায়ার লাইসেন্স	:	----------	----------	----------	----------
বৈদ্যুতিক সক্ষমতা	:	----------	----------	----------	----------
বয়লার লাইসেন্স	:	----------	----------	----------	----------
পরিবেশ ছাড়পত্র	:	----------	----------	----------	----------
গ্যাস সংযোগ-এর অনুমোদন	:	----------	----------	----------	----------
বিস্ফোরক লাইসেন্স	:	----------	----------	----------	----------

প্রধান উৎপাদিত পণ্য/ সেবা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া: ---------- ব্যবহৃত কাঁচামাল: ----------

বর্তমান পরিদর্শনের তারিখ ও সময় :
পূর্ববর্তী পরিদর্শনের তারিখ :

পূর্বের পরিদর্শনের উপর গৃহীত
পূর্বের পরিদর্শনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য হলে) :----------

জনবল সংক্রান্ত :

শ্রমিক সংখ্যা	স্থায়ী	শিক্ষানবিস	অস্থায়ী	সাময়িক	বদলী	শিক্ষাধীন	মৌসুমী
পুরুষ							
নারী							
কিশোর (১৪-১৮)							
শিশু শ্রমজীবী (১৪ এর নীচে, যদি থাকে)							
প্রতিবন্ধী							
মোট							

শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা		সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত					ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত					সর্বমোট
		প্রাপ্ত বয়স্ক	কিশোর	শিশু শ্রমজীবী	প্রতিবন্ধী	মোট	প্রাপ্ত বয়স্ক	কিশোর	শিশু শ্রমজীবী	প্রতিবন্ধী	মোট	
স্থানীয় শ্রমিক	পুরুষ											
	নারী											
স্থানীয় প্রশাসনিক স্টাফ	পুরুষ											
	নারী											
বিদেশী শ্রমিক	পুরুষ											
	নারী											
বিদেশী প্রশাসনিক স্টাফ	পুরুষ											
	নারী											
সর্বমোট												

পরিদর্শনের তারিখে উপস্থিত শ্রমিক সংখ্যা : পুরুষ:- নারী:- কিশোর:- শিশু শ্রমজীবী :-
জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
প্রতিষ্ঠানের নাম : ঠিকানা : লাইসেন্স নং :

খ) ভবন সংক্রান্ত তথ্য :

কারখানা ভবনের মালিকের নাম ও পরিচিতি : ----------

ভবনটির ধরণ (Type) : Purpose based Converted Shared অন্যান্য

ভবনে তলার সংখ্যা :

ভবনে কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

পরিদর্শিত কারখানাটির অবস্থান: কারখানা মোট আয়তন (বর্গ মিটারে):

ভবনের বৈদ্যুতিক সাব -স্টেশনের অবস্থান : বয়লারের অবস্থান:

জেনারেটরের অবস্থান: গোডাউনের অবস্থান : (ক) সাধারণ পণ্য : (খ) রাসায়নিক পণ্য:

ভবন ও অন্যান্য কাঠামো বাহ্যিক পরিদর্শনের উপর মন্তব্য :

নির্মাণ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি :

কাজের বিষয়:		নাম :	পরিচিতি :
নির্মাণ কাঠামোগত নকশা (Structural design)	:	----------	----------
নির্মাণ পূর্ব মৃত্তিকা পরীক্ষা	:	----------	----------
নির্মাতা প্রকৌশলী/নির্মাতা কোম্পানী	:	----------	----------

নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :

বিষয় :	কর্তৃপক্ষ :	অনুমোদন নং :	অনুমোদনের তারিখ :
ভবনের নকশা :	রাজউক/চউক/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	----------	----------
কারখানার Lay- out Plan :	DIFE ----------	----------	

(দ্বিতীয় খণ্ড প্রশ্নমালা)

১। নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত: (২)-পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)-নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
১.১	ধারা-৩ বিধি-৪	নিজস্ব চাকুরিবিধিমালা অনুসরণ করা হলে, তা কি মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত?				
১.২***	ধারা-৪,৫ বিধি-১৯ (১),২৩	শ্রমিকদের কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে পদবীর শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে কি এবং শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে কি?				
১.৩*	ধারা-৫ বিধি-১৯ (৫)	৬ নং ফরমে ছবিসহ পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়েছে কি?				
১.৪*	ধারা-৬,৭ বিধি-২১,২২	নির্ধারিত ফরম-৭ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্যে সার্ভিস বই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?				
১.৫*	ধারা-১২, ১৩, ১৬,২৮ (ক) বিধি-২৫ (১),	বন্ধ অথবা লে-অফের নোটিশ ১০ নং ফরম অনুযায়ী পরিদর্শককে পাঠানো হয় কি?				
১.৬*	ধারা-১২, ১৩,১৬,	বন্ধের মজুরী বা লে-অফের ক্ষতিপূরণ আইনের বিধান মোতাবেক পরিশোধ করা হয় কি?				
১.৭	ধারা-২০ বিধি-২৭	শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে আইনের বিধান অনুসরণ করা হয় কি?				
১.৮*	ধারা-২৩, ২৪ বিধি-২৯	শ্রমিকদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের পদ্ধতি অনুসরণ করে যথাযথ কারণ ভিত্তিক করা হয় কি?				
১.৯ **	ধারা-১১, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ২৮ ,২৮ক	শ্রমিকের মৃত্যু, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অবসান, স্বেচ্ছাবসান, অবসর, বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাকরি ছেদজনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইনমাফিক পরিশোধ করা হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(১)		গুরুত্বপূর্ণ-(৫)		সাধারণ-(২)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

২। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসংক্রান্ত : (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
২.১ **	ধারা-৪৫,৪৬	সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মেয়াদে আইনের বিধান মোতাবেক মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধান মালিক কর্তৃক প্রতিপালন করা হয় কি?				
২.২**	বিধি-৩৭ (ক)	গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি আচরণগত শালীনতা ভঙ্গের কোন অভিযোগ আছে বা ছিল কি?				
২.৩***	ধারা-৪৬,৪৭,৪৮ বিধি-৩৮,৩৯	আইন মোতাবেক মহিলাদের মাতৃকালীন সুবিধা যথাযথভাবে পরিশোধসহ মাতৃ কল্যাণ ছুটি প্রদান করা হয় কি?				
২.৪*	বিধি-৩৭ (ঘ)	অন্তঃসত্বা নারীদের কর্মকালীন লিফট ব্যবহারের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
২.৩ **	ধারা -৪৯	প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যক্তিকে অন্যান্য প্রাপ্যসহ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(২)		গুরুত্বপূর্ণ-(০)		সাধারণ-(০)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

(৩.ক) পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৩ক.১ *	ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪	প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?				
৩ক.২ **	ধারা-৫২ বিধি-৪৫	আইনের বিধান মোতাবেক কর্মকক্ষে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?				
৩ক.৩ *	ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬	স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধুলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহার শ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি?				
৩ক.৪	ধারা-৫৩(২)	অন্তর্দহ ইঞ্জিন হতে নির্গত বাষ্প বা ধোঁয়া প্রতিরোধ /অপসারণের জন্যে পর্যাপ্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি?				
৩ক.৫ *	ধারা-৫৪ বিধি-৪৭	নির্গত তরল বর্জ্য সংশ্লিষ্ট আইনানুগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দূষণমুক্ত করে অপসারণ করা হয় কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
৩ক.৬ *	ধারা-৫৬	প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য আইনে নির্ধারিত পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?				
৩ক.৭ *	ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯	সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
৩ক.৮ *	ধারা-৫৭ (৩)	কর্মস্থলে আলোর বিচ্ছুরণ বা প্রতিফলন থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি (যদি থেকে থাকে) প্রতিরোধের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি?				
৩ক.৯ ***	ধারা-৫৮ বিধি-৫০	শ্রমিকদের জন্যে প্রত্যেক ফ্লোরে সুবিধাজনক স্থানে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পর্যাপ্ত খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি?				
৩ক.১০ **	ধারা-৫৯, ৯১ বিধি-৫১, ৮৬	পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য আইনের মান অনুযায়ী পৃথক ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক *ধৌতকরণ*, শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
৩ক.১১	ধারা-৬০ বিধি-৫২	প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(২)		গুরুত্বপূর্ণ-(৬)		সাধারণ-(২)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

(৩.খ) পেশাগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত : (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-সাধারণ প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৩খ.১ ***	ধারা-৬১ বিধি-৫৩	প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে কি ঝুঁকিপূর্ণ?				
৩খ.২ *	ধারা-৬২(১) বিধি-৫৪(৩)	বহুতল ভবন বা ভবনের আন্ডারগ্রাউ- ফ্লোর থাকলে নিরাপদ বহির্গমনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক তলার সাথে সংযুক্ত বিধি মোতাবেক অন্ততঃ দুটি স্থায়ী সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
৩খ.৩ ***	ধারা-৬২(৩), (৩ক),(৩খ) ও ৭২ বিধি-৫৪(১)(২)	২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কর্মস্থানযুক্ত কক্ষসমূহে কমপক্ষে দু'টি করে বহির্গমন পথ এবং উক্ত বহির্গমন পথ, চলাচলের পথ, সিঁড়ি ও মেঝেসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখা হয় কি?				
৩খ.৪ **	বিধি-৫৪ (৩) থেকে(৮)	সিঁড়িগুলির অবস্থা ও অবস্থান, আকার, নির্মাণ উপাদান, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী মানসম্মত হয়েছে কি?				
৩খ.৫ *	বিধি-৫৪(৯)	ফ্লোরে কাজ চলাকালে চিলেকোঠার দরজা খোলা রাখা হয় কি?				
৩খ.৬ **	ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮)	জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় কি?				
৩খ.৭ ***	ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭)	প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে কি?				
৩খ.৮ **	ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫ (১৫)	আইনের বিধান অনুযায়ী মানসম্মত জলাধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?				
৩খ.৯ *	ধারা- ৬২(৭) বিধি- ৫৫(১০)	প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাপনা ও বহির্গমনের উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করার জন্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা ও দল গঠন করা হয়েছে কি?				
৩খ.১০ **	ধারা-৬২(৮) বিধি- ৫৫(১৩)(১৪)	পঞ্চাশ বা ততোধিক শ্রমিক থাকলে, প্রতিষ্ঠানে "অগ্নি নির্বাপণী পরিকল্পনা" রয়েছে কি এবং নিয়মিতভাবে অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করা হয় কি?				
৩খ.১১ ***	ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯	সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safe guard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে কি?				
৩খ.১২ *	বিধি-৫৮ (১)(৩)(৭)	সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন কি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত মোট বিদ্যুৎ শক্তির ভার বহনে সক্ষম এবং সংযোগ লাইন ও সরঞ্জামাদি কি আইনের মান অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?				
৩খ.১৩ **	বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব সনদ গ্রহণ এবং এ সবের নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় কি?				
৩খ.১৪ **	ধারা-৬৮,৬৯ বিধি-৬০	সকল উত্তোলক যন্ত্র (ক্রেন, লিফ্ট, হয়েস্ট এবং এসবের সংযোগকারী সরঞ্জামাদি, *যেমন- দড়ি, শিকল ইত্যাদি*) কি আইন মোতাবেক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করানো এবং উহাদের গায়ে কি নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
৩খ.১৫ **	ধারা-৭১ বিধি-৬২	স্বাভাবিক বায়ুচাপ অপেক্ষা অধিক চাপে পরিচালিত যন্ত্রের (প্রেসার প্ল্যান্ট) নিরাপদ চাপসীমা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা হয়? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
৩খ.১৬ *	ধারা-৭৩,বিধি-৬৫	সকল স্থায়ী আধার, সেফটি ট্যাংক, জলাধার, কূঁপ, গর্ত বা সুড়ঙ্গ (যদি থাকে), নিরাপদ ঢাকনা বা ঘেরাযুক্ত রয়েছে কি?				
৩খ.১৭ *	ধারা-৭৪ বিধি-৬৩	আইন অনুমোদিত সর্বোচ্চ ওজনের অতিরিক্ত বোঝা শ্রমিকদের উত্তোলন, বহন বা স্থানান্তর করতে হয় কি?				
৩খ.১৮ **	ধারা-৭৫ বিধি-৬৪	পদার্থের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাজে (গ্রাইন্ডিং, টার্ণিং, ওয়েল্ডিং, কাটিং, ব্রেকিং, ড্রেসিং ইত্যাদি) চোখের নিরাপত্তার জন্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি?				

৩খ.১৯ **	ধারা-৭৭(১) বিধি-৬৫ (১)	সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে, (যদি থাকে)নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি?				
৩খ.২০ **	ধারা-৭৮ (১)(২)(৩) *বিধি-৬৬*	বিস্ফোরণ বা প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনাযুক্ত ধোঁয়া, ধুলি, গ্যাস, বাষ্প ইত্যাদির ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা ও কৌশল গ্রহণ করা হয় কি?				
৩খ.২১ **	ধারা-৭৮(৪)	বিস্ফোরক বা দাহ্য বস্তু সংরক্ষণ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত প্ল্যান্ট বা আঁধারে ওয়েল্ডিং বা কাটিং এর কাজের পূর্বে কার্যকরভাবে অদাহ্য ও অবিস্ফোরণ উপযোগী করা হয় কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
৩খ.২২ **	ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় কি?				
৩খ.২৩ **	ধারা-৭৯ বিধি-৬৮	বিপজ্জনক কাজ হিসেবে আইনে নির্ধারিত প্রক্রিয়াসমূহের কোনটি কারখানায় থাকলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি? (থাকলে নির্দিষ্ট নাম লিখুন)				
৩খ.২৪ **	ধারা-৭৯ বিধি-৬৮(১)(র)	*আইনের বিধান মোতাবেক শব্দমাত্রার নিরাপদ সীমা (৮০ ডেসিবল) নিয়ন্ত্রণ করা হয় কি?*				
৩খ.২৫ **	ধারা-৭৯ বিধি-৬৮(১০)	ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিষয়ে সতর্কতার নোটিশ (এমএসডিএস) দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে প্রদর্শন করা হয় কি?				
৩খ.২৬ **	ধারা-৭৯ বিধি-৬৮(৪)(৫)(৭)	অনুরূপ বিপজ্জনক প্রক্রিয়ায় নিয়োগদানের সময় ও পরবর্তীতে প্রতি বছর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(৪)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(১৬)		গুরুত্বপূর্ণ-(৬)		সাধারণ-(০)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৪। পেশাগত দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও সেইফটি কমিটি সংক্রান্তঃ(২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-সাধারণ প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৪.১ *	ধারা-৮০,৮১ বিধি-৬৯,৭০,৭১,৭৩	সকল প্রকৃতির দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী , গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে যথাযথভাবে জানানো হয় কি?				
৪.২ *	ধারা-৮৯(৭), ১৬০ বিধি-১৪২	কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক কি আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়?				
৪.৩	ধারা-৯০ বিধি-৮০	মালিক কর্তৃক কি আইনানুগ তথ্যাদিসহ সেফটি রেকর্ডবুক ও সেফটি বোর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?				
৪.৪ ***	ধারা-৯০ক বিধি-৮১, ৮৫	৫০ বা ততোধিক শ্রমিক থাকলে, সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে কি এবং হয়ে থাকলে তা কি শ্রম বিধিমালার তফসিল- ৪ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে?				
৪.৫ *	*ধারা-২০৫ বিধি-১৮৩*	*কমপক্ষে ৫০ জন শ্রমিক থাকলে, প্রতিষ্ঠানে বিধি মোতাবেক কার্যকর অংশ গ্রহণ কমিটি গঠন করা হয়েছে কি ?*				
৪.৬ **	ধারা-১৫০, ১৫১	কর্ম সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ক্ষেত্রে মালিক কি আইনের বিধান মোতাবেক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে থাকেন?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(১)		গুরুত্বপূর্ণ-(৩)		সাধারণ-(১)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৫। কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত : (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৫.১ **	ধারা-৮৯ (১) হতে (৪) বিধি-৭৬(১)(৫)	বিধি মোতাবেক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সজ্জিত প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমারি কারখানার প্রত্যেক শাখায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও সহজগম্য অবস্থানে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?				
৫.২ *	ধারা ৮৯(৬) বিধি-৭৭(৮), ৭৮(১) (ঘ-এ)	শ্রমিকদের কোন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় কি?				
৫.৩ *	বিধি-৭৮(১)(ঘ)	কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নারী শ্রমিকদেরকে প্রসব পূর্বকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয় কি?				
৫.৪ *	ধারা-৮৯(৫)(৬) বিধি-৭৭,৭৮	(৩০০ বা ততোধিক শ্রমিক থাকলে) রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার ও নার্সিং স্টাফসহ নির্ধারিত সরঞ্জাম সজ্জিত মানসম্মত চিকিৎসা কক্ষ/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুব্যবস্থা আছে কি?				
৫.৫	বিধি-৭৮ (ক) (ই)	ক্ষেত্রমতে নারী চিকিৎসক/ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আছে কিনা?				
৫.৬ *	ধারা-৮৯(৮) বিধি-৭৯	৫০০ বা ততোধিক শ্রমিক থাকলে বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে কি?				
৫.৭ *	বিধি-৭৯(২)(ঙ) (চ) (জ)	কল্যাণ কর্মকর্তা তাঁর দায়িত্বের অংশ হিসেবে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে তাদের অধিকার বিষয়ে সহায়তা প্রদান এবং যোগাযোগ রক্ষা করেন কি?				
৫.৮ *	ধারা-৯২ বিধি-৮৭,৮৮,৮৯	১০০ জনের অধিক শ্রমিক থাকলে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে কি?				
৫.৯	বিধি-৯০	প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে কি?				
৫.১০ **	ধারা-৯৩ বিধি-৯২	২৫ এর অধিক শ্রমিক থাকলে এবং আইনানুগ সুবিধা ও পর্যাপ্তভাবে আলোকিত ও মুক্ত বায়ু চলাচলের সুবিধা সংবলিত কর্মরত মোট শ্রমিকের শতকরা ১৫ জনের স্থান সংকুলান হয় এমন উপযুক্ত বিশ্রাম কক্ষ/খাবার কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
৫.১১ *	ধারা-৯৪ বিধি-৯৪	৪০ জন বা তার অধিক শ্রমিক থাকলে, তাদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সংবলিত উপযুক্ত মানের শিশু কক্ষের ব্যবস্থা আছে কি?				
৫.১২ *	ধারা-৯৪(২) বিধি-৯৪(৫)(৬)	শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যার জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(০)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(২)		গুরুত্বপূর্ণ-(৮)		সাধারণ-(১)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৬। কর্মঘণ্টা ও ছুটি সংক্রান্ত: (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৬.১***	ধারা-১০০, ১০২	শ্রমিকের স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা আইনে নির্ধারিত দৈনিক সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার সীমা অতিক্রম করে কি?				
৬.২ **	বিধি-৯৯	অধিকাল ভাতা প্রদান সাপেক্ষে দৈনিক কাজের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ঘণ্টা অতিক্রম করে কি?				
৬.৩ **	ধারা-১০১ বিধি-৯৯	আইনের বিধান মোতাবেক শ্রমিকদেরকে প্রতি পালায় নির্ধারিত বিশ্রাম বা আহারের বিরতি প্রদান করা হয় কি?				

৬.৪ *	ধারা-১০৩ বিধি-১০০	প্রতিষ্ঠানে আইন স্বীকৃত সাপ্তাহিক ছুটির বিধান প্রতিপালন করা হয় কি?				
৬.৫ **	ধারা-১০৪ বিধি-১০১	সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করানোর প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের আইনের ক্ষেত্রমত ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি দেওয়া হয় কি?				
৬.৬ **	ধারা- ১০৮ বিধি-১০২	আইনের বিধান মোতাবেক অতিরিক্ত কাজের হিসাব ও উহার ভাতা পরিশোধ করা হয় কি?				
৬.৭	ধারা- ১০৯ বিধি-১০৩(১)ও(৩)	মহিলা শ্রমিকদের রাত্রিকালীন কাজের জন্যে মালিক কর্তৃক কি তাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের ইচ্ছানুসারে এ সম্মতি প্রত্যাহারের সুযোগ কি দেয়া হয়?				
৬.৮	ধারা- ১০৯ বিধি-১০৩(১)	মহিলা শ্রমিকদের রাতের পালায় কাজের ক্ষেত্রে মালিক কি তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকেন?				
৬.৯ **	ধারা- ৪১,১১১,১১৩ বিধি-৩৫, ১০৫	শ্রমিকদের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের) জন্যে অনুসৃত কাজের সময়সূচী কি আইনের বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং তা কি পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত?				
৬.১০**	ধারা- ১০,১১৫, ১১৬,১১৭ বিধি-১০৬,১০৭	শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ছুটি (নৈমিত্তিক, পীড়া ও বার্ষিক ছুটি) মঞ্জুরের ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক কি আইনের বিধান অনুসরণ করা হয়?				
৬.১১ **	ধারা-১১৭ বিধি১০৭	আইনের বিধান অনুযায়ী কি শ্রমিকদের ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়?				
৬.১২ **	ধারা-১১৮ বিধি-১১০	পর্ব ছুটির দিনে কাজের জন্যে শ্রমিকদের কি আইনের বিধান অনুযায়ী মজুরীসহ নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প ছুটি প্রদান করা হয়?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(৮)		গুরুত্বপূর্ণ-(১)		সাধারণ-(২)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৭। মজুরী ও মজুরী পরিশোধ সংক্রান্ত : (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৭.১ ***	ধারা- ১৪৮, ১৪৯ বিধি ১১১, ১৩৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মজুরীর হার বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি?				
৭.২ **	ধারা-১২১, ১২৩	মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের নিয়মিত মাসিক মজুরী ও কর্মচ্যুতিজনিত চূড়ান্ত পাওনাদি কি আইনে নির্ধারিত নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়?				
৭.৩ **	বিধি-১১১(৫)	এক বছর নিরবচ্ছিন্ন চাকরি পূর্ণকারী শ্রমিকদের বছরে দু'টি উৎসব বোনাস প্রদান করা হয় কি?				
৭.৪ *	বিধি-১১১(৬)	প্রযোজ্য হলে, ফূরণভিত্তিক মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে মালিক কি আইনের বিধান অনুসরণ করে থাকেন এবং ফূরণভিত্তিক মজুরীপ্রাপ্তদের কাজ না থাকা বা স্বল্পতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত গ্রেডের প্রাপ্য মজুরী প্রদান করে থাকেন?				
৭.৫	ধারা-১২৫ বিধি-১১৫, ১১৬, ১১৭	শ্রমিকদের মজুরী হতে কর্তনের ক্ষেত্রে আইনের বিধান প্রতিপালন করা হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(১)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(২)		গুরুত্বপূর্ণ-(১)		সাধারণ-(১)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৮। সামাজিক নিরাপত্তা (গ্রুপ বীমা, কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও ভবিষ্য তহবিল) সংক্রান্ত:

(২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৮.১	ধারা-২৬৪(২)(১০)(১১) বিধি-২৩৭, ২৩৮	প্রযোজ্য হলে, বিধি মোতাবেক ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা হচ্ছে কি?				
৮.২	ধারা-২৬৪(৯) বিধি-২৫০, ২৫২, ২৬৩, ২৬৬	তহবিলে শ্রমিকের প্রদত্ত অংশের সমপরিমাণ চাঁদা মালিক কর্তৃক তহবিলের হিসাবে যথাসময়ে জমা প্রদান করা হয় কি এবং সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক অর্থ পরিশোধ ও অগ্রিম প্রদান করা হয় কি?				
৮.৩	ধারা-২৬৪ (১২)(১৪) বিধি-২৬০,২৬১	ভবিষ্য তহবিলের অর্থ আইন মাফিক বিনিয়োগ করা হয় কি এবং বাৎসরিক হিসাব প্রতিষ্ঠানের খরচে স্বীকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(০)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(১)		গুরুত্বপূর্ণ-(১)		সাধারণ-(৪)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

৯। বৈষম্য সংক্রান্ত: (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, শ্রম বিধিমালা-২০১৫, কনভেনশন এবং প্রচলিত প্রথা ও সাধারণ অনুশীলন	পরিদর্শন/অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্তমান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
৯.১ *	ধারা-৪৪	বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শারীরিক প্রতিবন্ধী শ্রমিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত আইনের বিধান মালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয় কি?				
৯.২ *	ধারা -৯৪ক বিধি-৩৫১(৩)	প্রযোজ্য হলে, আবাসন সুবিধা বরাদ্দের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের কি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?				
৯.৩	বিধি-৩৫১(৩)(কন: ১৩৫):	বিভিন্ন কমিটিতে কতজন নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং তারা কি কি পদে রয়েছেন?				
৯.৪	বিধি-৩৫১(৩)(কন: ১৪২):	নারী শ্রমিকদের জন্যে নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি?				
৯.৫	ধারা-৫০ বিধি-৩৫১(৩)(কন: ১৫৬):	গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য করা হয় কি?				
৯.৬*	ধারা- ৩৪৫	একই ধরনের কাজের জন্যে মহিলা ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের কি পুরুষ শ্রমিকদের অনুরূপ একই মজুরী প্রদান করা হয়ে থাকে?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(০)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(০)		গুরুত্বপূর্ণ-(৩)		সাধারণ-(৩)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

১০। কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা সংক্রান্ত : (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬,শ্রম বিধিমালা-২০১৫,প্রচলিত প্রথা ও সাধারণ অনুশীলন	অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্তমান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
১০.১	ধারা-৩৩২	শারীরিক, মানসিক বা যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে অভিযোগ আনয়নের কোন কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
১০.২	ধারা-৩৩২	বৈষম্য, হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের অধিকার ও পদ্ধতির বিষয়ে মহিলারা জ্ঞাত রয়েছে কি?				
১০.৩	ধারা-৩৩২	মহিলা শ্রমিকগণ অভিযোগ দাখিল করতে বাধাপ্রাপ্ত হন কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(০)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(০)		গুরুত্বপূর্ণ-(০)		সাধারণ-(৩)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

১১। বিবিধ: (২)- পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)- নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/ মন্তব্য
			২	১	০	
১১.১ *	ধারা-৩৩৩ বিধি-৩৬২	বিধি মোতাবেক অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক বিবরণী যথাসময়ে মহাপরিদর্শকের নিকট দাখিল করা হয় কি?				
১১.২	ধারা-৩৩৭ বিধি-৩৬৪	আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের সার সংক্ষেপ যাতায়াতগম্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয় কি?				
		মোট প্রাপ্ত মান				

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -(০)		অতি গুরুত্বপূর্ণ -(০)		গুরুত্বপূর্ণ-(১)		সাধারণ-(১)	
প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%

** পরিদর্শনের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয় রেকর্ড- রেজিস্টারসমূহ (পরীক্ষিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে)

ক্রমিক নং	রেজিস্টার/ডকুমেন্টের নাম	ফরম নং ও বিধি	রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা (হ্যাঁ/না)	মন্তব্য
০১	নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিসবুক ইস্যু রেজিস্টার	ফরম-৬(ক), বিধি-১৯		
০২	সার্ভিস বই	ফরম-৭, বিধি-২০		
০৩	শ্রমিক রেজিস্টার	ফরম-৮, বিধি-২৩		
০৪	ছুটির রেজিস্টার	ফরম-৯, বিধি-২৪		
০৫	কিশোর শ্রমিক রেজিস্টার	ফরম-১৫ক, বিধি-৩৪		
০৬	প্রসূতি সুবিধা রেজিস্টার	ফরম-১৯, বিধি-৩৯		

০৭	চুনকাম রেজিস্টার	ফরম-২০, বিধি-৪৪		
০৮	অগ্নি প্রশিক্ষণ ও মহড়া রেজিস্টার	ফরম-২২, ২২ক বিধি-৫৫		
০৯	চলমান যন্ত্রে কর্মরত শ্রমিক ও পিপিই সরবরাহ রেজিস্টার	ফরম-২৩, বিধি-৫৭		
১০	উত্তোলক যন্ত্রের পরীক্ষার রেজিস্টার	ফরম-২৪, বিধি-৬০		
১১	প্রেসার ভেসেল পরীক্ষার রেজিস্টার	ফরম-২৫(ক), বিধি-৬২		
১২	বিপজ্জনক চালনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা রেজিস্টার	ফরম-২৬(ক), বিধি-৬৮		
১৩	ক্ষতিপূরণমূলক ছুটির রেজিস্টার	ফরম-৩৩, বিধি-১০১		
১৪	দৈনিক হাজিরা ও অধিকাল কাজের রেজিস্টার	ফরম-৩৪, বিধি-১০২		
১৫	রাত্রিকালীন কাজে মহিলা সম্মতি রেজিস্টার	ফরম-৩৬, বিধি-১০৩		
১৬	পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত কাজের সময়ের নোটিশ (তরুণ ও প্রাপ্ত বয়স্ক)	ফরম-১৬, ৩৭ বিধি-৩৫,১০৫		
১৭	মজুরীর রেজিস্টার	ফরম-৩৮, বিধি-১১১		
১৮	মজুরী কর্তন রেজিস্টার	ফরম-৩৯, বিধি-১১৬		
১৯	দুর্ঘটনার রেজিস্টার	ফরম-২৮, বিধি-৭৩		
২০	অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটার্ন	ফরম-৮০,৮১, বিধি-৩৬২		
২১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কারখানা লাইসেন্স	ফরম-৭৮ বিধি-৩৫৫		
২২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কারখানার lay out plan	বিধি-৩৫৩		

*কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্প কারখানার জন্য ১০০টি প্রশ্নের মধ্যে যে কয়টি প্রযোজ্য হবে, তার উপর শতভাগ মানবণ্টন করে প্রাপ্তমান হিসাব করা হবে।

গুচ্ছভিত্তিক প্রাপ্ত মান

গুচ্ছের ক্রমিক নং	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-১০		অতি গুরুত্বপূর্ণ-৩৫		গুরুত্বপূর্ণ -৩৫		সাধারণ -২০	
	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%	প্রাপ্ত মান	%
১								
২								
-								
-								

মোট মানের আলোকে নির্ণীত গ্রেড

সর্বমোট মান	তিন তারকা বিশিষ্ট (***)	দুই তারকা বিশিষ্ট (**)	এক তারকা বিশিষ্ট (*)	তারকাবিহীন	সমগ্র চেকলিস্টের মান	প্রাপ্ত গ্রেড
	২০	৭০	৭০	৪০		
সর্বমোট প্রাপ্ত মান						

* মতামত :

---

* ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে তথ্য সরবরাহকারী :

নাম	পদ	স্বাক্ষর
(১) ----------	----------	----------
(২) ----------	----------	----------

* উপস্থিত শ্রমিক প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর:

নাম	পদ	স্বাক্ষর
(১) ----------	----------	----------
(২) ----------	----------	----------

* পরিদর্শক এবং সঙ্গীবৃন্দ :

নাম পদবী	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	স্বাক্ষর	
(১) ----------	----------	----------	----------
(২) ----------	----------	----------	----------
(৩) ----------	----------	----------	----------

সংযুক্তি-১
এক নজরে কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- সূত্র: ১। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬
  ২। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা -২০১৫,
  ৩। আইএলও কনভেনশন, এবং
  ৪। প্রচলিত প্রথা ও সাধারণ অনুশীলন

- চেকলিস্টের অংশ সমূহ: দু'টি অংশ:
  প্রথম অংশ: প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল, জনবল ইত্যাদি এবং নির্মাণ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী।
  দ্বিতীয় অংশ: আবশ্যকীয় আইনের বিধান ও প্রচলিত প্রথা ভিত্তিক ১০০টি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালা ।

বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে ১১ টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে ।

প্রশ্নমালার মানের শ্রেণী

প্রশ্নমালার ক্যাটাগরি	সনাক্তকরণ প্রতীক	বিন্যাসের মানদণ্ড
১.সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-১০	তিন তারকা বিশিষ্ট(***)	প্রশ্নের প্রকৃতি অনুযায়ী বিষয়ের গুরুত্ব, কর্মক্ষেত্রে বিষয় সমূহের অনুশীলন ও প্রায়োগিক বাস্তবতা, কমপ্লায়েন্সগত তাৎপর্য, সর্বোপরি আইন-বিধিমালা,কনভেনশন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী নীতিমালায় প্রতিফলিত বিষয় সমূহের অগ্রাধিকার।
২. অতি গুরুত্বপূর্ণ-৩৫	দুই তারকা বিশিষ্ট (**)	
৩.গুরুত্বপূর্ণ-৩৫	এক তারকা বিশিষ্ট (*)	
৪.সাধারণ-২০	তারকাবিহীন	

প্রশ্নমালার বিপরীতে বাস্তবায়ন অনুসারে মান নির্ধারণ :

বাস্তবায়ন মানের নাম	বাস্তবায়ন মানের পর্যায়	মানদণ্ড
১.পূর্ণ বাস্তবায়ন	২	নির্দিষ্ট প্রশ্নের বিপরীতে ১০০% বাস্তবায়ন
২.আংশিক বাস্তবায়ন	১	বাস্তবায়নের হার ১০০% এর নীচে কিন্তু ৫০% এর উপরে
৩.নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন	০	বাস্তবায়ন যখন ৫০% এর নীচে

চেকলিস্টের আলোকে সামগ্রিক প্রতিপালনের ভিত্তিতে কারখানার গ্রেড নির্ধারণ :

গ্রেডের নাম	গ্রেডের পর্যায়	মানদণ্ড	সর্বনিম্ন প্রাপ্ত মান
১.পূর্ণ বাস্তবায়ন	এ	ক) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (***)সকল প্রশ্নের (১০টি) উপর অর্জিত মান ১০০%	২০
		খ) অতিগুরুত্বপূর্ণ (**)সকল প্রশ্নের উপর অর্জিত মান ৯০%- ১০০%	৬৩
		গ) গুরুত্বপূর্ণ (*)সকল প্রশ্নের উপর গড় মান ৬০% এর কম নয়	৪২
		ঘ) সাধারণ সকল প্রশ্নের উপর গড় মান ৫০% এর কম নয়	২০
		ঙ) সমগ্র চেকলিস্টের উপরে অর্জিত গড় মান ৮০% এর কম নয়	১৬০
২.আংশিক বাস্তবায়ন	বি	ক) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (***) সকল প্রশ্নের (১০টি) উপর অর্জিত মান ১০০%	২০
		খ) অতিগুরুত্বপূর্ণ (**)প্রশ্নের অর্জিত মান ৬০% বা তদূর্ধ্ব, তবে ৯০% এর কম	৪২
		গ) গুরুত্বপূর্ণ (*) সকল প্রশ্নের উপর গড় মান ৫০% এর কম নয়	৩৫
		ঘ) সাধারণ সকল প্রশ্নের উপর গড় মান ৪০% এর কম নয়	১৬
		ঙ) সমগ্র চেকলিস্টের উপর অর্জিত গড় মান ৬০% বা তদূর্ধ্ব	১২০
৩.নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন	সি	ক) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ(***) প্রশ্নসমূহের উপর অর্জিত মান ১০০% এর নীচে	২০ এর কম
		খ) অতিগুরুত্বপূর্ণ(**) প্রশ্নের অর্জিত মান ৬০% এর নীচে	৪২ এর কম
		গ) গুরুত্বপূর্ণ (*) সকল প্রশ্নের উপর অর্জিত মান ৫০% এর কম	৩৫ এর কম
		ঘ) সাধারণ সকল প্রশ্নের উপর গড় মান ৪০% এর কম	১৬ এর কম
		ঙ) সমগ্র চেকলিস্টের উপর অর্জিত গড় মান ৬০% এর কম	১২০ এর কম

পরিশিষ্ট-৭:
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করোনাকালীন বিশেষ পরিদর্শন চেকলিস্ট

পরিদর্শনের তারিখ :

১। কারখানার নাম :
২। রেজিঃ/ লাইসেন্স নম্বর :
৩। কারখানার ঠিকানা ও ফোন/মোবাইল নং:
৪। কারখানার প্রকৃতি ও চালুর তারিখ :
৫। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নাম :
৬। উৎপাদিত পণ্যের/সেবার নাম :
৭। মোট শ্রমিক সংখ্যা :
৮। উপস্থিত শ্রমিক সংখ্যা :

ক্রঃ নম্বর	ধারা/বিধি	পরিদর্শিতব্য বিষয়	মন্তব্য (হ্যাঁ/না)
১	ধারা-৯১ বিধি-৮৬	কর্মস্থলে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারখানা গেটে প্রবেশের মুখে জীবাণুনাশক দ্বারা হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কিনা?	
২	ধারা-৫১	প্রত্যেক কর্মকক্ষের মেঝে নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা / পরিধেয় জুতা স্যান্ডেল জীবাণুনাশক স্প্রে করে পৃথকভাবে রাখা / কারখানার যে জায়গাগুলো সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করা হয় দরজার হাতল, হ্যান্ড রেইল টয়লেট সিট এগুলোর পৃষ্ঠদেশ সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখা/ ক্যান্টিন টেবিলের মতো সাধারণ স্থান যেখানে ভাইরাস সহজেই বিস্তার করতে পারে সেগুলোও নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা / দিন শেষে মেশিনগুলো জীবাণুমুক্ত করা হয় কিনা? প্রত্যেক শিফট এর পরপরই খাবার এলাকা জীবাণুমুক্ত করা হয় কিনা?	
৩	ধারা-৫২	শারীরিক অবস্থা বিশেষ করে শরীরের তাপমাত্রা ইনফ্রারেড/হ্যান্ডহেল্ড থার্মোমিটার অথবা থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা মাপা হয় কিনা?	
		কোন শ্রমিকের শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা পাওয়া গেলে তা রেকর্ডভুক্ত করে তাঁকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে কিনা?	
		বায়ু চলাচল ও কারখানার তাপমাত্রা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কিনা?	
৪	ধারা-৭৮ ক	কর্মীদের মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস সরবরাহ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা?/যারা জীবাণুমুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম(পিপিই) সরবরাহ করা হয় কিনা?	
৫	ধারা-৫৪	বর্জ্য ও ময়লা যথাযথভাবে অপসারণের ব্যবস্থা আছে কিনা?/পিপিই যথাযথভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তা নিশ্চিত করা হয় কিনা?	
৬	ধারা-৫৬	কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য হানিকর অতিরিক্ত ভিড় করা হয় কিনা?	
৭	ধারা-৫৮	বিশুদ্ধ পানি পান করার পর্যাপ্ত সুবিধা আছে কিনা?	
৮	ধারা-৫৯	শৌচাগার স্বতন্ত্রভাবে ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় আছে কিনা এবং নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কিনা?	

৯	ধারা-৬১	মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক এমন কোন অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় কিনা?	
১০	ধারা-৮৯	প্রয়োজনীয় কর্মীসহ যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?	
১১	ধারা-৯৪	শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) আছে কিনা?	
১২	ধারা-৯০ক	কারখানার নিজস্ব সেইফটি কমিটি সক্রিয় আছে কিনা? / সেফটি কমিটির সদস্যদের নিয়ে (যদি থাকে) স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক মনিটরিং কমিটি রয়েছে কিনা?	
১৩	ধারা-৯০ক বিধি-৮০(২)	সেইফটি বুকে লিপিবদ্ধ প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে উক্ত দৃশ্যমান একাধিক জায়গায় ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা টাঙানো হয়েছে কিনা?	
১৪	অন্যান্য		

মালিক/কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

পরিদর্শকের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৮:
শিল্প কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইউনিট

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	শিবনাথ রায়, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	প্রধান সমন্বয়ক
২.	মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সমন্বয়ক
৩.	মোঃ মোশাররফ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	জনাব ফরিদ আহমেদ, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গাজীপুর	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভুইয়া, উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, উপ-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১০.	জনাব মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ	সদস্য
১১.	জনাব মহর আলী মোল্লা, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৩.	জনাব জোবেদা খাতুন, উপ-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৪.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, উপ-মহাপরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৫.	জনাব সোমা রায়, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রংপুর	সদস্য
১৬.	জনাব সৌমেন বড়ুয়া, উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
১৭.	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, খুলনা	সদস্য
১৮.	জনাব আহমেদ বেলাল, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১৯.	জনাব মোঃ আল আমীন, উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	সদস্য

২০.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার	সদস্য
২১.	জনাব সাবিহা মুক্তা, উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফরিদপুর	সদস্য
২২.	জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ	সদস্য
২৩.	জনাব মোঃ আব্দুল কাউয়ুম, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ	সদস্য
২৪.	জনাব আব্দুল মুমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
২৫.	জনাব মিজানুর রহমান জনি, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
২৬.	ডাঃ দীপা রাণী দত্ত, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
২৭.	ডাঃ নাজমুন নাহার, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
২৮.	সৈয়দা সায়মা বেগম, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	সদস্য
২৯.	ডাঃ লুৎফুন নাহার, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৩০.	জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩১.	জনাব মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩২.	জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৩৩.	জনাব সোনিয়া মোদক, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩৪.	জনাব শোভন দাস, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গাজীপুর	সদস্য
৩৫.	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

পরিশিষ্ট-৯:
কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

মার্চ-২০২০ থেকে করোনা ভাইরাস-এর সংক্রমণ থেকে শ্রমখাতকে রক্ষা করতে ডাইফ-এর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ১১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম চালু হয়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাধারণ ছুটির সময়ে সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত চিকিৎসকবৃন্দ শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পোস্টার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম স্থানে টানানো হয়েছে। অধিকন্তু নতুন করে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) লিফলেট এবং ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) পোস্টার ৪টি শ্রমঘন জেলাসহ অন্যান্য কার্যালয়সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন।
- জেলা কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে কাজ করছেন।
- করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু রয়েছে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফোর্স-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সঙ্গে একাধিক দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- জরুরি পণ্য, পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশ/স্যানিটাইজার ও ঔষধ উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়োজিত কারখানায় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে কারখানা মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- শ্রম অসন্তোষ ও করোনা সংক্রমণ এড়াতে শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের বেতনাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কারখানা মালিকপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ও তদারকি করা হচ্ছে।
- শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধকরণ এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বেতন প্রদানে সাময়িকভাবে ব্যর্থ কারখানাসমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে অবগত করা হয়েছে।

- আইএলও'র সহায়তায় ডাইফ কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও হ্রাস করার জন্য গাইডলাইন তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ।
- কোভিড-১৯ চলাকালীন শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা লে-অফ না করার জন্য মালিকদের প্রতি অনুরোধ পত্র প্রদান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও কার্যকরীকরণে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণ বিশেষ করে ২৯ দফার কার্যক্রম শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- শিল্প কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মজুরী ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধে সমস্যা সমাধান এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা, শ্রম অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা, মালিকপক্ষের দুইজন কর্মকর্তা এবং শ্রমিক সংগঠনের দুই জনসহ মোট আট সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- যে সমস্ত শ্রমিক কোভিড-১৯ চলমান অবস্থায় এপ্রিল ও মে মাসে কলকারখানার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে সর্বমোট বেতনের ৬৫% এবং যারা ঐ সময় কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের ১০০% মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করোনাকালীন বিশেষ পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন ও তার কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই কার্যক্রমের ফলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের হিসাব মতে, সারা দেশে এ পর্যন্ত ২৮৩ জন পোশাক শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং আক্রান্তের ফলে কোন মৃত্যুজনিত ঘটনা নাই। তাতে শিল্প সেক্টরে করোনায় আক্রান্ত হার মাত্র ০.২৭%। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণের সার্বক্ষণিক কর্মপ্রচেষ্টাসহ সকলের সম্মিলিত কার্যপ্রবাহে এই সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে প্রশমন করা সম্ভব হয়েছে।

তাই, ভয়াবহ করোনা প্রতিরোধে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Every cloud has a silver lining. কোভিড-১৯ দুর্যোগের অমানিশা একদিন কেটে যাবে এবং নিশ্চিতভাবেই আবার সম্ভাবনার আলো উদ্ভাসিত হবে। ভয়াবহ করোনা মহামারি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংকটে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং সবাইকে নিয়েই বাঁচতে শিখতে হবে। সবার জন্য নিরাপদ জীবন ও জীবিকা তথা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে আমাদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। তবেই আমরা একদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

"আপনারা ভয় পাবেন না। ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে। কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না। আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে। ...

যে আঁধার আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে, তা একদিন কেটে যাবেই। ...

বাঙালি বীরের জাতি। অতীতে নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাঙালি জাতি সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বিজয়ী জাতি আমরা। আমরা সম্মিলিতভাবে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ্।"

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“আপনি চাকরি করেন,
আপনার মায়না দেয় ঐ গরিব কৃষক,
আপনার মায়না দেয় ঐ জমির শ্রমিক,
আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়,
আমি গাড়ি চলি ঐ টাকায়...
ওদের সম্মান করে কথা বলেন,
ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন,
ওরাই মালিক।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
শোভন কর্মপরিবেশ হোক সবার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০

এই প্রকাশনাটি আইএলও'র 'তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'- এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য।

International Labour Organization

UKaid from the British people

Canada

Kingdom of the Netherlands